CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-353 ■ 23 September, 2026 ■ আগরতলা ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ৫ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভিসি নির্বাচন

নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কর্মচারীদের ভোটগ্রহণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন। তার আগে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ। মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লক এলাকায় মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হয় এই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া।

নির্বাচনের দিন বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করবেন প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার-সহ বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মীরা। ভোটের দিন তাঁরা নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় তাঁদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লক এলাকার নির্ধারিত কেন্দ্রে নির্বাচনী ডিউটিতে থাকা সরকারি কর্মীরা উপস্থিত হয়ে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি ও নিয়ম মেনেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের রিটার্নিং অফিসার তথা বিডিও অভিজিৎ কুমার দাসের তত্ত্বাবধানে পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণের এই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। এদিকে আগামী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৭৪ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, চলছে যৌথ টহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২২ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে গোটা রাজ্যে ৭৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে জানা গেছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচন-পূর্ব পরিস্থিতি থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণ এবং ভোট-পরবর্তী সময় পর্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ভোটারদের নিরাপত্তা এবং নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ কার্যকর করার বিষয়েও প্রস্তুতি চলছে।

এরই অংশ হিসেবে সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের যৌথ টহল শুরু হয়েছে। বিশেষ করে যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এডিসি ভিলেজ এলাকার জনবহুল বাজার ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়মিত টহল দিচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের এই যৌথ টহলের ফলে এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। মঙ্গলবার যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিকের সঙ্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলা হলে তিনি জানান, প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলাকে আরও উন্নত, সুবজ ও আধুনিক শহর গড়ে তোলা লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। আধুনিক আগরতলার সঙ্গে সংযোজিত হলো আরও একটি নতুন পালক। হাওড়া নদীর তীরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নান্দনিক ও আধুনিক রিভারফ্রন্ট শহরবাসীর কাছে এক নতুন উন্নয়নের পরিচয় বহন করছে। একসময় যেখানে বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার স্থান হিসেবে নদীর তীর ব্যবহৃত হতো, আজ সেখানেই তৈরি হয়েছে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও নাগরিকবান্ধব জনপরিসর। আজ হাওড়া রিভারফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। হাওড়া নদীর বটতলা সংলগ্ন তীর এই প্রকল্পে সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাওড়া নদী প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আগরতলার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও নাগরিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই নদীকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে এমন একটি জনপরিসর তৈরি করা হয়েছে, যেখানে প্রকৃতি, বিনোদন, শরীরচর্চা, সংস্কৃতি এবং নাগরিক জীবনের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে। আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় ২০১৫ সালে আগরতলা দেশের ১০০টি শহরের মধ্যে স্থান পাওয়ার পর থেকে রাজধানীর নগর পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগরতলাকে স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে রাজধানীর আধুনিক নগর উন্নয়নের স্বপ্ন দেখানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক বিকাশ কোলে প্রয়াত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের বরিষ্ঠ চিত্রসাংবাদিক তথা আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্য বিকাশ কোলে আর নেই। মঙ্গলবার সকালে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত কয়েক মাস ধরে অসুস্থ ছিলেন বিকাশ কোলে। মঙ্গলবার সকালে জিবি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর প্রয়াণে আগরতলা প্রেসক্লাবের সদস্যদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মঙ্গলবার সকাল ৭টা ৪০ মিনিট নাগাদ জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্যন্ত্রের সংক্রমণজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন বিকাশ কোলে। তাঁর হৃদ্যন্ত্রে স্টেন্ট বসানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছিল বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এরই মধ্যে বাড়িতে বাথরুমে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। পরে তাঁকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

দীর্ঘ কর্মজীবনে চিত্রসাংবাদিকতা জগতে বিকাশ কোলে নিজের পরিচিতি তৈরি করেছিলেন। ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের কাছে তিনি ছিলেন অভিভাবকতুল্য। তাঁর অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনা সংগঠনের নবীন-প্রবীণ চিত্রসাংবাদিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে জানিয়েছে ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সংগঠন।

বিকাশ কোলের প্রয়াণে আগরতলা প্রেসক্লাব এবং ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জন বিরোধী ও উন্নয়ন বিরোধীদের প্রত্যাখান করুণ ঃ বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচনে এনডিএ জোটের বিরুদ্ধে থাকা এবং রাজ্যের উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী শক্তিগুলিকে একটি ভোট বা একটি আসনও দেওয়া হবে না। মঙ্গলবার ধলাই জেলার মনুতে আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে নাইথুংছড়া, দেউআরএফ, কাঞ্চনছড়া এবং পশ্চিম মাছলি গ্রাম সভার এনডিএ-র শরিক দল বিজেপি, তিপ্রা মথা ও আইপিএফটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সভাপতিত্ব করার সময় বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ এ কথা বলেন।

ঐদিন মন্ত্রী আমবাসা তেও ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর তাদের নিয়ে বৈঠক করেন।

মন্ত্রী বলেন, দীর্ঘ ১০ বছর পর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ফলে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত ভোটগ্রহণ ইভিএমের মাধ্যমে হলেও এবার ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ হবে। ভিলেজ কমিটি ও পঞ্চায়েত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ ভোটে বিজেপি-তিপ্রা মথা- আইপিএফটির বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের নালিশ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি, তিপ্রা মথা ও আইপিএফটির বিরুদ্ধে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল সিপিআই(এম)। মঙ্গলবার ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কমিশনারের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

চিঠিতে জিতেন্দ্র চৌধুরী দাবি করেছেন, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির কথিত আচরণবিধি লঙ্ঘনের কিছু ইলেকট্রনিক প্রমাণ কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দুই মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে বা উপস্থিতিতে ওই কার্যকলাপ হয়েছে বলে প্রমাণে ইঙ্গিত মিলতে পারে। তবে অভিযোগগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি। তাই জমা দেওয়া তথ্য ও ইলেকট্রনিক প্রমাণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক।

২২ সেপ্টেম্বর তারিখে দেওয়া চিঠিতে জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগগুলির যথাযথ তদন্ত এবং আচরণবিধি লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

ধর্মনগর কলেজে এবিভিপির আন্দোলন

অধ্যক্ষ সহ কয়েকজনকে তালাবন্দির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ সেপ্টেম্বর ।। একাধিক সমস্যার সমাধানের দাবিতে ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজে আন্দোলনে নামল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর ছাত্রছাত্রীরা। আন্দোলনের এক পর্যায়ে কলেজের প্রিন্সিপাল, বিজেপি নেত্রী বর্ণালী গোস্বামীসহ কয়েকজনকে কলেজের ভিতরে তালাবন্দি করে রাখার অভিযোগ ওঠে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য কলেজ চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, কলেজে বহিরাগতদের বিভিন্ন কর্মসূচি, বিশেষ করে রক্তদান শিবির আয়োজনের কারণে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকট এবং পর্যাপ্ত ও পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব রয়েছে বলেও দাবি তাদের। এবিভিপির দাবি, এসব সমস্যা নিয়ে একাধিকবার কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানানো এবং ডেপুটেশন দেওয়া হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতেই তারা তালা বন্ধ করে আন্দোলনে বসেন। আন্দোলনকারীদের দাবি, কলেজের শিক্ষার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখা, শিক্ষক ও পানীয় জলের সমস্যা দ্রুত সমাধান এবং কলেজ চত্বরে বহিরাগতদের কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

পুজোর আগে বকেয়া বিলের টাকা না পেলে আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি ঠিকাদরদের

জল জীবন মিশন প্রকল্পে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ সেপ্টেম্বর ।। জল জীবন মিশনের প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে প্রায় দু'বছর আগে। সেই প্রকল্প চালু হয়ে ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষ পানীয় জলও পাচ্ছেন। অথচ কাজের বিল এখনও না পাওয়ার অভিযোগ তুলেছেন সিপাহিজলা জেলার একাধিক ঠিকাদার। দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া বিল না মেলায় আর্থিক সংকটে পড়ে পুজোর আগে পাওনা টাকা না পেলে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন কয়েকজন ঠিকাদার।

উল্লেখ্য, জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি এবং জল জীবন মিশনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে উল্লেখযোগ্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে সিপাহিজলা জেলা উত্তর-পূর্ব জোনে 'সেরা জেলা' হিসেবে জাতীয় জল পুরস্কার পেয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করা হয়। কিন্তু জাতীয় স্তরে জেলার এই স্বীকৃতির পরও প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদাররা তাঁদের প্রাপ্য অর্থ পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

ঠিকাদারদের দাবি, ২০২৪ সালের পর থেকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় তাঁদের বিল আটকে রয়েছে। সম্প্রতি জল জীবন মিশনের জন্য রাজ্যে অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় দীর্ঘ প্রায় দু'বছর পর কিছুটা স্বস্তি ফিরেছিল। কিন্তু সিপাহিজলা জেলার নির্বাহী বাস্তুকার দপ্তর থেকে প্রায় ৩৭৮ কোটি টাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক ও গঠণমূলক সম্পর্ক চায় ভারত বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (আই এ এন এস)।। বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যতমুখী সম্পর্ক বজায় রাখতে ভারত আগ্রহী। একই সঙ্গে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দুই দেশের সমস্ত দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেও প্রস্তুত নয়াদিল্লি। মঙ্গলবার বিদেশ মন্ত্রকের নিয়মিত সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে জয়সওয়াল বলেন, "বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও ভবিষ্যতমুখী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবির প্রতি বীরজিতের সমর্থন ঘিরে রাজনৈতিক চর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ সেপ্টেম্বর ।। তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মনের 'গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড'-এর দাবির প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন জানালেন কৈলাসহরের কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিত সিনহা। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড. মানিক সাহা যেন অবিলম্বে প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মনের এই দাবি মেনে নেন, সেই দাবিও নির্বাচনী জনসভা থেকে জানান তিনি। বিরজিতের এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

দলের অন্দরেও প্রশ্ন উঠছেতাহলে কি এবার তিপ্রা মথার দিকে পা বাড়াচ্ছেন বিরজিত?

উল্লেখ্য, 'গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড' তিপ্রা মথার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দাবি। অতীতে এই দাবির বিষয়ে বিরজিত সিনহার অবস্থান নিয়ে সংবাদমাধ্যমে ভিন্ন বক্তব্যও প্রকাশিত হয়েছে।

মঙ্গলবার কৈলাসহর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে চিনিবাগান বাজারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তালা ভেঙে চুরি, নগদ ২ লক্ষ টাকা ও স্বর্ণালংকার উধাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। দিনদুপুরে বাড়ির তালা ভেঙে নগদ প্রায় ২ লক্ষ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উদয়পুরের টেপানিয়া ছড়ার বাজার এলাকায়। চুরির ঘটনায় আতঙ্ক দেখা দিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টেপানিয়া ছড়ার বাজার এলাকার বাসিন্দা পূর্ণিমা দেবনাথ দীর্ঘদিন ধরে স্বামীহারা অবস্থায় একাই বসবাস করছেন। প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও তিনি বাড়িতে ছিলেন। দুপুর ১২টা নাগাদ মাতাবাড়িতে একটি অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান তিনি।

নিমন্ত্রণ শেষে বাড়িতে ফিরে এসে পূর্ণিমা দেবনাথ দেখতে পান, ঘরের দুটি দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রমিকদের বোনাস-অনুদান দ্রুত প্রদানের দাবিতে পথে সিআইটিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন শারদ উৎসবের আগে বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের বোনাস ও অনুদান বা এক্সগ্রেশিয়া দ্রুত প্রদানের দাবিতে পথে নামল সিআইটিইউ। আহ আগরতলায় সিআইটিইউ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনলাইন কন্টেইনার গাড়ি থেকে উদ্ধার নেশাদ্রব্য, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। রুটিন তল্লাশি ও নেশাবিরোধী অভিযানের মধ্যেই ফের অনলাইন পণ্যবাহী কন্টেইনারে নেশার সামগ্রী পাচারের চেষ্টা ভেস্তে দিল অসম পুলিশের চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে গুয়াহাটি থেকে আগরতলাগামী একটি কন্টেইনার গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ এসকাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুর প্রায় ২টা নাগাদ এএস - ০১ - আর সি - ৯৯২৮ নম্বরের একটি কন্টেইনার গাড়ি চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টে আসে। গাড়িটিতে ফ্লি পকার্ট কোম্পানির অনলাইন পণ্য সামগ্রী রয়েছে বলে জানানো হয়। রুটিন তল্লাশির সময় পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় গাড়িটি আটক করে তল্লাশি শুরু করা হয়। চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ নিরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে পুলিশ গাড়িটিতে তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় অনলাইন পণ্য সামগ্রীর আড়ালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা মোট ১৫টি কার্টন উদ্ধার করা হয়। কার্টনগুলিতে ফ্লি পকার্ট ও মেসো অনলাইনের লোগো ব্যবহার করা ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশের দাবি, প্রতিটি কার্টনের ভিতরে ছিল ১৫০টি করে এসকাফ সিরাপের বোতল। ১৫টি কার্টন থেকে মোট ২,২৫০ বোতল এসকাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া নেশার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 23-09-2026, 00:38

জাগরণ আগরতলা,২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
৫ আশ্বিন, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যে নতুন উদ্যোগ

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেন্দ্র করিয়া ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেই, দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সচল ও জোরদার করিতে একটি যৌথ বিজনেস-টু-বিজনেস টাস্কফোর্স গঠনের নতুন উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সহজ করিতে এবং বিনিয়োগের বাধা দূর করিতে সম্প্রতি এই তৎপরতা শুরু হইয়াছে। দুই দেশের ব্যবসায়ী ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বৈঠকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য ও প্রস্তাবনা সামনে আসিয়াছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াইতে এবং সীমান্তপারের বাণিজ্যে থাকা বিভিন্ন শুল্ক ও অ-শুল্ক জটিলতা দূর করিতে একটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠনের প্রস্তাব দিয়াছে ভারত। এই লক্ষ্যে ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার পবনকুমার তুলসীদাস বাধে বাংলাদেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন এফবিসিসিআই -এর প্রশাসকের সাথে বৈঠক করিয়াছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ভারতের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর ওপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, যাহাতে দুই দেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বাণিজ্য ঘাটতি কমাইয়া একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা তৈরি করা যায়। সীমান্ত পেরিয়ে সহজে লেনদেনের জন্য বাংলাদেশের নিজস্ব ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা "বাংলা কিউআর" এর ব্যবহার সম্প্রসারণের বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে। এক্ষেত্রে ভারতের অভিজ্ঞতা ও কারিগরি সহায়তা নেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে।ভারতীয় হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হইয়ায়েছে যে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী ও সাধারণ ভ্রমণকারীদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা হইয়াছে এবং বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৫,০০০ ভিসা ইস্যু করা হইতেছে।ভারতের ব্যবসায়ী সংগঠন সিআইআই এবং এফবিসিসিআই-এর যৌথ উদ্যোগে পরিকাঠামো, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প খাতে ভারতীয় বিনিয়োগ বাড়ানোর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থান ও তার প্রত্যর্পণ নিয়া ঢাকার আইনি-কূটনৈতিক চাপ এবং সাম্প্রতিক কিছু রাজনৈতিক বিবৃতির কারণে দুই দেশের সম্পর্কে কিছুটা শীতলতা তৈরি হইয়াছিল। তবে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মতপার্থক্যকে একপাশে রাখিয়া, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার স্বার্থেই উভয় দেশ বাণিজ্য খাতকে সচল ও স্বাভাবিক রাখিতে সম্মত হইয়াছে।বিশ্লেষকদের মতে, এই যৌথ বাণিজ্যিক উদ্যোগগুলো সফলভাবে বাস্তবায়িত হইলে তাহা কেবল দুই দেশের অর্থনীতিকেই চাঙ্গা করিবে না, বরং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বরফ গলাইতেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখিবে।

শেখ হাসিনাকে ঘিরিয়া ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক দূরত্ব পুরোপুরি কাটেনি। তাহার মধ্যেই দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে সচল রাখিবার উদ্যোগ শুরু হইয়াছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াইতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি যৌথ বিজনেস-টু-বিজনেস টাস্কফোর্স তৈরির প্রস্তাব সামনে আসিয়াছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানো এবং সীমান্তপারের বাণিজ্যে থাকা বিভিন্ন জটিলতা কমানোর লক্ষ্য নেওয়া হইয়াছে। ২০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন এফবি সিসিআই -এর প্রশাসক মহম্মদ ফজলুল হকের সঙ্গে বৈঠক করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার পবনকুমার তুলশিদাস বাধে। সেখানেই তিনি যৌথ টাস্কফোর্স তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ভারতীয় হাইকমিশন জানাইয়ছে, এই উদ্যোগ এগিয়ে নিতে দুই দেশের সরকারের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চলিতেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের বেসরকারি খাতকেও এতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করিবার আহ্বান জানানো হইয়াছে।প্রস্তাবিত টাস্কফোর্সের অন্যতম কাজ হইবে দুই দেশের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যে বাধাগুলি রহিয়াছে, সেগুলি চিহ্নিত করা এবং সমাধানের পথ খোঁজা। বৈঠকে শুল্ক ও অ-শুল্ক বাধা কমানোর বিষয়েও আলোচনা হইয়াছে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী মহলের অভিযোগের মধ্যে রহিয়াছে পণ্যের মান যাচাই, প্রয়োজনীয় শংসাপত্র, কাস্টমসের বিভিন্ন নিয়ম, বন্দরের বিধিনিষেধ এবং পরিবহণ ও লজিস্টিক খরচ। এসব কারণে অনেক ক্ষেত্রে পণ্য আনা-নেওয়ার সময় এবং খরচদুটিই বাড়িয়া যায়। নতুন টাস্কফোর্স এই সমস্যাগুলিকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করিবার একটি মঞ্চ হইয়া উঠিতে পারে। বাংলাদেশের ব্যবসায়ী মহলও উদ্যোগটিকে ইতিবাচকভাবে দেখছে। এফবিসিসিআই প্রশাসক ফজলুল হক মনে করেন, ভারত ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ বাড়িলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আরও বিস্তৃত হইতে পারে। বিশেষ করিয়া নতুন ও সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করিবার ওপর জোর দেওয়া হইয়াছে।এই উদ্যোগের সময়টিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে দুই দেশের রাজনৈতিক সম্পর্কে একাধিক জটিলতা দেখা দিয়াছে। শেখ হাসিনা ভারতে থাকার বিষয়টি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখনও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফর নিয়াও দিল্লি ও ঢাকার মধ্যে আলোচনা চলিয়াছে।

বিশালগড়ের মাদ্রাসা থেকে নিখোঁজ তিন ছাত্র, আগরতলা রেলস্টেশন থেকে উদ্ধার

বিশালগড়, ২২ সেপ্টেম্বর: বিশালগড় হাই মাদ্রাসা, করইমুড়া থেকে তিন ছাত্র নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার সকালে মাদ্রাসা থেকে তিন ছাত্র নিখোঁজ হয়ে যায়। বিষয়টি নজরে আসার পর মাদ্রাসার শিক্ষকরা বিশালগড় থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেন।

এরপর মঙ্গলবার সকালে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে ওই তিন ছাত্রকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করার পর তাদের মাদ্রাসায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে শিক্ষকরা তাদের সঙ্গে কথা বলেন।

শিক্ষকদের জিজ্ঞাসাবাদে প্রাথমিকভাবে জানা যায়, ভ্রমণের উদ্দেশ্যেই তারা মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তবে কী কারণে তারা মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে রেলস্টেশনে পৌঁছেছিল এবং তাদের সঙ্গে আর কেউ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনাটি নিয়ে মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকারা তদন্ত শুরু করেছেন। পাশাপাশি, নিখোঁজ হওয়া থেকে শুরু করে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে উদ্ধারের পুরো ঘটনাক্রম খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

যুক্তি ভারতকে অর্থনৈতিক সম্পদ এবং প্রতিযোগিতামূলক শাসনের সুবিধা হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে উঠেছে

শ্রী রাজীব গৌবা

শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা সাধারণত উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা নয়। কোনো ভর্তুকি ব্যবস্থা অত্যন্ত উদার হওয়া সত্ত্বেও তাতে অর্থের অপচয় বা চুরির (লিকেজ) ঘটনা ঘটতে পারে। কোনো বিধিনিষেধের পেছনে হয়তো সৎ উদ্দেশ্যই থাকে, অথচ তা একজন সৎ উদ্যোক্তাকে কোনো পদ্ধতিগত ভুলের আশঙ্কায় ভীত করে তুলতে পারে। অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা বা পোর্টাল থাকা সত্ত্বেও একজন নাগরিকের মনে হতে পারে যে তাঁর কথা শোনা হচ্ছে না। তাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি কেবল এটি নয় যে কোনো নীতির পেছনে সদিচ্ছা ছিল কি না; বরং প্রশ্নটি হলো- সেই ব্যবস্থাটি বাস্তবে কেমন আচরণ বা কার্যপদ্ধতির জন্ম দিয়েছে এবং তা কাঙ্ক্ষিত আচরণকে কি আরও সহজ, পূর্বাভাসযোগ্য ও বড় পরিসরে প্রয়োগযোগ্য করে তুলেছে?

ভারতের মতো বিশাল একটি দেশের ক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করা মানে কেবল বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করাই নয়; বরং এমন সব ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা দ্রুততা, দক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে কোটি কোটি মানুষের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে সক্ষম। গুজরাট থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর ২৫ বছরের শাসনযাত্রার মূল ভিত্তিই হলো এটি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনটি হলো- বিচ্ছিন্ন কিছু প্রকল্পের ব্যবস্থাপনার গণ্ডি পেরিয়ে এমন সব ব্যবস্থার আমূল পুনর্গঠন করা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র নাগরিক, ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়া বা যোগাযোগ রক্ষা করে।

মূল নীতিটি সহজ: সঠিক ফলাফল অর্জন, পরিমাপ এবং এর পরিধি বা ব্যাপ্তি বাড়ানোকে সহজ করে তোলা। এই রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রযুক্তি। ডিজিটাল পরিচিতি, সরাসরি অর্থ স্থানান্তর (ডাইরেক্ট ট্র্যান্সফার), প্রমিত কার্যপদ্ধতি, ড্যাশবোর্ড, র‍্যাঙ্কিং, ডিজিটাল ক্রয়-প্রক্রিয়া, অভিযোগ জানানোর প্ল্যাটফর্ম এবং সরকারি কর্মক্ষমতা বিষয়ক তথ্য-এসবের সমন্বয়ে সুশাসনের এক নতুন কাঠামো গড়ে উঠেছে। এর ফলে সরকার অভূতপূর্ব পরিসর ও গতিতে কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে।

এর অর্থনৈতিক প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণঃ "জ্যাম" (জেএএম) কাঠামো- অর্থাৎ জন-ধন, আধার এবং মোবাইল সংযোগসরকার ও নাগরিকদের মধ্যে সরাসরি ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন করেছে। ডিবিটি বা প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে ৫৩ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি অর্থ পৌঁছেছে। একইসাথে, দ্বৈত বা ভুয়া সুবিধাভোগী এবং মৃত ব্যক্তিদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ফলে সরকারি কোষাগারে আনুমানিক ৫.১৪ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। ২০২৫ সালের একটি মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, সুবিধাভোগীর আওতা ১৬ গুণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কল্যাণমূলক দক্ষতা সূচক- অর্থাৎ সরকারের ব্যয় করা অর্থের যে অংশটি প্রকৃতপক্ষে নাগরিকদের কাছে পৌঁছায়- তা ২০১৪ সালের ০.৩২ থেকে বেড়ে ২০২৩ সালে ০.৯১-এ উন্নীত হয়েছে।

পিএম-কিসান প্রকল্পের আওতায় ৯.৪৯ কোটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৪.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে। পাশাপাশি ২.১ কোটি অযোগ্য সুবিধাভোগীকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার ফলে আনুমানিক ২২,১০৬ কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে। খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় ৫.০৩ কোটিরও বেশি দ্বৈত, ভুয়া বা অস্তিত্বহীন রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে এবং একই সাথে ৮০ কোটি মানুষকে প্রতি মাসে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য প্রদান করা হয়েছে- যা মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বিশ্বজুড়ে এক অনন্য 'সর্বজনীন মৌলিক আয়' (ইউনিভার্সেল বেসিক ইনকাম) সহায়তা ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য কেবল অর্থ বা সম্পদের অপচয় বা 'লিকেজ' রোধ করা নয়; বরং কল্যাণমূলক সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে আরও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক, দক্ষ এবং সম্প্রসারণযোগ্য করে গড়ে তোলা। প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'জন-অংশীদারিত্ব' (জন ভাগিদারী) নীতির ফলে শাসনকার্যে নাগরিকদের অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'গিভ ইট আপ' অভিযানের মাধ্যমে পরিবারগুলোকে স্বেচ্ছায় তাদের এলপিজি ভর্তুকি ত্যাগ করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। এতে ১ কোটি ১৩ লক্ষেরও বেশি গ্রাহক সাড়া দিয়েছিলেন এবং একইসঙ্গে ৪ কোটি ১৫ লক্ষ ডুপ্লিকেট, ভুয়া, অস্তিত্বহীন বা নিষ্ক্রিয় এলপিজি সংযোগ বাতিল করা হয়েছিল। এটি প্রমাণ করে যে, নীতি কেবল বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই নয়, বরং আস্থা, স্বচ্ছতা এবং নাগরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমেও সফল হতে পারে। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও একই দর্শন প্রযোজ্য।

একজন উদ্যোক্তার কাছে বিধিনিষেধ বা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি কেবল অর্থের ব্যয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি তাঁর সময় ও মনোযোগ কেড়ে নেয়, অনিশ্চয়তা তৈরি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসও কমিয়ে দেয়। তাই, অতিরিক্ত মাত্রায় অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা গঠনমূলক নিয়ম-পালনের পরিবর্তে এক ধরনের রক্ষণশীল বা সতর্কতামূলক মনোভাবকে উসকে দিতে পারে। "জন বিশ্বাস" সংস্কার কার্যক্রম সরাসরি এই সমস্যাটিরই সমাধান করে। ২০২৩ সালের "জন বিশ্বাস আইন"-এর মাধ্যমে ৪২টি কেন্দ্রীয় আইনের আওতাভুক্ত ১৮৩টি বিধানকে অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে, ২০২৬ সালের আইনটি আরও ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর আওতায় ২৩টি মন্ত্রকের অধীন ৭৯টি কেন্দ্রীয় আইনের ৭৮৪টি বিধান সংশোধন করা হয়। যার ফলে ৭১৭টি বিধান ও ১০০০-এরও বেশি অপরাধকে অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং জীবনযাত্রার সহজীকরণ নিশ্চিত করতে ৬৭টি বিধান সংশোধন করা হয়েছে। এই আইনটি ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে কার্যকর হয়। "রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স বার্ডেন" বা বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন পালনের বোঝা কমানোর উদ্যোগটির ক্ষেত্রেও একই চিন্তাধারা কাজ করছে। ২০২৫ সালের নভেম্বরের মধ্যে ৪৭,০০০-এরও বেশি নিয়মকানুন বা কমপ্লায়েন্সের বোঝা কমানো হয়েছে। এর মধ্যে ১৬,১০৮টি সহজ করা হয়েছে, ২২,২৮৭টি ডিজিটাইজ করা হয়েছে, ৪,৪৫৮টি বিষয়কে অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং ৪,২৭০টি অপ্রয়োজনীয় নিয়ম বাতিল করা হয়েছে। আলাদাভাবে দেখলে প্রতিটি পদক্ষেপ হয়তো ছোট মনে হতে পারে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকের ক্ষেত্রে এই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলোই শেষ পর্যন্ত একটি বড় অর্থনৈতিক সুবিধায় পরিণত হয়। সরকারি কেনাকাটার ক্ষেত্রেও একই নীতি পরিলক্ষিত হয়। জেইএম (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস) কেনাকাটার প্রচলিত পদ্ধতি- যা ছিল বিচ্ছিন্ন এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল- তা বদলে একটি স্বচ্ছ ডিজিটাল বাজারের ব্যবস্থা করেছে; যেখানে ক্রেতারা বিভিন্ন সরবরাহকারীর মধ্যে তুলনা করতে পারেন এবং বিক্রেতারা সরকারি চাহিদার বিষয়টি জানতে পারেন। ৩০ জুলাই ২০২৬-এর হিসাব অনুযায়ী, জ্যাম-এ ১১.৭৫ লক্ষ এমএসএমই (ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ), ৩৭,৭৫৮টি স্টার্টআপ এবং ২.১৭ লক্ষ নারী উদ্যোক্তা নিবন্ধিত হয়েছেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এমএসএমই-র কাছ থেকে কেনাকাটার পরিমাণ ২.৩৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এই পরিসংখ্যানগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সরকারি চাহিদার সুযোগকে কাজে লাগানো নিজেই শিল্প-নীতির একটি হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। কোনো ছোট প্রতিষ্ঠান যখন সরকারি চাহিদার বিষয়টি দেখতে পায় এবং সেই বাজারের জন্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে, তখন তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, গুণমান উন্নয়ন ও ব্যবসার পরিধি বাড়াতে বিনিয়োগ করার জোরালো কারণ তৈরি হয়।

পাশাপাশি, কাজের ফলাফল বা কর্মদক্ষতা পরিমাপের বিষয়টিও ক্রমশ সহজতর হচ্ছে। ২০২৬ সালে, সিপিজিআরএএমএস-এর মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পত্তির নির্ধারিত সময়সীমা ৩০ দিন থেকে কমিয়ে ২১ দিন করা হয়েছে। ওই বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে এই প্ল্যাটফর্মে ১৫.২১ লক্ষ অভিযোগ জমা পড়েছিল। এ সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও বিভাগগুলোর ক্ষেত্রে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে গড় সময় লেগেছিল ১৩ দিন। এর মূল নীতিটি অত্যন্ত সহজবোধ্য, যা পরিমাপ করা যায় তা ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব, আর যা দৃশ্যমান বা নজরে আসে তার উন্নতি ঘটানো যায়। শাসনব্যবস্থায় যে গভীর রূপান্তর প্রক্রিয়াটি বর্তমানে চলছে, এটি তারই একটি অংশ।

সরাসরি সহায়তা প্রাপ্ত একজন কৃষক অধিকতর নিশ্চিতভাবে পরিকল্পনা করতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় নিয়মকানুন বা আনুষ্ঠানিকতার ঝামেলা কম থাকায় একজন উদ্যোক্তা ব্যবসা গড়ে তোলার ওপর মনোযোগ দিতে পারেন। সরকারি চাহিদার সুযোগ পাওয়া কোনো এমএসএমই তার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করতে পারে। আর কোনো নাগরিক যখন তার অভিযোগের বর্তমান অবস্থা বা অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন ব্যবস্থার প্রতি তার আস্থা ও বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুশাসন গ্রহীতার আচরণে পরিবর্তন আনে। আর যখন লক্ষ লক্ষ নাগরিক, উদ্যোক্তা ও সরকারি কর্মকর্তার মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটে, তখন তা একটি অর্থনৈতিক সুফল বা "ইকোনমিক ডিভিডেন্ড" তৈরি করে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সুশাসন মডেল যে গভীরতর পরিবর্তনটি এনেছে, তা হলো রাষ্ট্র, নাগরিক, উদ্যোক্তা এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি সুপরিকল্পিত সংযোগ বা ইন্টারফেস গড়ে তোলা- যেখানে মূল ভিত্তি হলো নাগরিকের ওপর আস্থা বা "জন বিশ্বাস"; প্রধানমন্ত্রী মোদী "বিকশিত ভারত"-এর জন্য সুশাসনের এই নতুন ধারণাকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছেন। ভারতের বিশাল আয়তন বা পরিসরকে একসময় মূলত একটি প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখা হতো। তবে বর্তমানে গড়ে ওঠা শাসনকাঠামো এক ভিন্ন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সাধারণ ডিজিটাল ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে যখন পরিষেবা, বাজার ও সুযোগ-সুবিধা মানুষের কাছে দক্ষতার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়, তখন এই বিশাল পরিসরই একটি সুবিধায় পরিণত হতে পারে। ভারতের প্রবৃদ্ধির পরবর্তী পর্যায়টি মূলধন, পরিকাঠামো, দক্ষতা, প্রযুক্তি এবং উদ্যোক্তা-শক্তির ওপর নির্ভর করবে। তবে এই শক্তিগুলো কতটা কার্যকরভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করবে, তা নির্ধারিত হয় শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই। এ কারণেই মোদী-মডেলের শাসনব্যবস্থা এখন আর কেবল প্রশাসনিক কোনো বিষয় নয়। ভারত যখন একটি উন্নত অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন এই শাসনব্যবস্থা একটি অর্থনৈতিক সম্পদে এবং সম্ভবত দেশটির অন্যতম শক্তিশালী প্রতিযোগিতামূলক সুবিধায় পরিণত হতে চলেছে।

(লেখক নীতি আয়োগের সদস্য এবং ভারত সরকারের প্রাক্তন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি।)

নেপালের সাম্প্রতিক হড়পা বানের নেপথ্যে চীন ?

৭ সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

ভূপৃষ্ঠের খাড়াই ঢাল; ভুঙ্গুর শিলাইল এবং বর্ষার মৌসুমে মৌসুমী বায়ুর স্বাভাবিক দাপট তিব্বত মালভূমি থেকে হিমালয়ের কোল ঘেঁষে নেমে আসা নেপালের নদী ব্যবস্থার ভৌগোলিক বাস্তবতা চিরকালই এমন। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হিমালয় অঞ্চলের পাহাড়ি নদীগুলোতে যে মর্মান্তিক এবং অভূতপূর্ব 'হড়পা বান' দেখা যাচ্ছে তার ধরন এবং ধ্বংস ক্ষমতা কেবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। বিশেষ করে; চীনের তিব্বত স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল (TAR) থেকে উৎপত্তি হওয়া সীমান্ত অতিক্রমকারী নদীগুলোর হঠাৎ ফুলে- ফেঁপে ওঠা এবং নেপালের ভিতরে তছনছ করে দেওয়ার ঘটনার পেছনে বেজিংয়ের ভূমিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিবেশবিদ এবং ভূ-রাজনীতিবিদদের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। তাই পাঠক হিসেবে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক — নেপালের এই ভয়াবহ নদী - বিপর্যয়ে চীনের দায় ঠিক কতখানি?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রধানত তিনটি মূল বিষয় পর্যবেক্ষণ করতে হবে— তিব্বত মালভূমিতে চীনের অনিয়ন্ত্রিত পরিকাঠামো নির্মাণ; জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নদী -নিয়ন্ত্রণ এবং সীমান্ত নদীর তথ্য আদান-প্রদানে চীনের অস্বচ্ছতা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব গোটা বিশ্বে পড়লেও হিমালয় অঞ্চলে তা দ্বিগুণ গতিতে কাজ করছে। কিন্তু তিব্বত মালভূমিতে চীন যেভাবে বিশাল আকারের মহাসড়ক; সুড়ঙ্গ; খনি এবং ভারী পরিকাঠামো গড়ে তুলছে; তা পরিবেশগত ভারসাম্যকে সম্পূর্ণ নষ্ট করেছে। তিব্বতের গলতে থাকা হিমবাহগুলো থেকে অসংখ্য অস্থায়ী গ্লেসিয়ার হ্রদ বা হিমবাহ সৃষ্ট হদ তৈরি হচ্ছে। নেপালের অধিকাংশ প্রধান নদী--- যেমন কোশি (তিব্বতে অরুণ); গন্ডক (তিব্বতে ট্রিশূলি)এবং কার্নালি— উৎপত্তি লাভ করেছে তিব্বতে। চীন যখন তিব্বতে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পাহাড় ডিনামাইট দিয়ে ওড়ায় বা পাহাড়ি ঢাল কেটে রাস্তা তৈরি করে; তখন সেই ভূ-কম্পন ও ভূমিধস সরাসরি এই ভঙ্গুর হিমবাহ হ্রদগুলোর ওপর প্রভাব ফেলে। গত কয়েক বছরে তিব্বতের ভেতরে এমন কয়েকটি হিমবাহ হ্রদের পাড় ভেঙ্গে যাওয়ায় (GLOF) মুহূর্তের মধ্যে লাখ লাখ ঘনমিটার জল নেপালের নদীগুলোতে নেমে এসে ভয়াবহ হড়পা বানের সৃষ্টি করেছে। তিব্বতের অভ্যন্তরে চলা অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণকাজ এই প্রক্রিয়াকে আরোও ত্বরানিত করছে। চীন তিব্বতের নদীগুলোর ওপর একের পর এক মেগা বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলছে। নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে আটকে কৃত্রিম জলাধার তৈরীর এই কৌশল নেপালের জন্য দিমুখী বিপদ ডেকে এনেছে। অতিবৃষ্টির সময় যখন চীনের তৈরি বাঁধগুলোতে জলের চাপ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে যায়; তখন কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই বা অত্যন্ত অল্প সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে বেইজিং কপাট খুলে দেয়।

ফলাফল? নদীর ভাটিতে থাকা নেপালের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানী ১০ থেকে ১৫ ফুট জলের নিচে তলিয়ে যায়। এটি কেবল প্রাকৃতিক হড়পা বান নয়; এটি চীন সরকারের অপরিকল্পিত ও স্বার্থকেন্দ্রিক জল ব্যবস্থাপনার সরাসরি ফসল— যাকে 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার- ইনডিউসড ডিজাস্টার' বা পরিকাঠামো সৃষ্ট দুর্যোগ হিসেবে চিহ্নিত করছেন বিশেষজ্ঞরা। একটি আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রমকারী নদীর ক্ষেত্রে উজানে থাকা রাষ্ট্রের অন্যতম আইনি ও নৈতিক দায়িত্ব হল ভাটিতে থাকা রাষ্ট্রকে (Lower Riparian State) সময়মতো নদীর জলস্তর ও প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য (Hydrological Data) প্রদান করা। আন্তর্জাতিক জল আইন অনুযায়ী; উজানের দেশ জল ছাড়ার আগে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে ভাটির দেশকে সতর্ক করতে বাধ্য। চীন কিন্তু এই নীতি মানতে নারাজ। নেপালের সাথে চীনের কিছু দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা থাকা সত্ত্বেও; তিব্বতের ভেতরে নদীগুলোর বাস্তবভিত্তিক (Real time) উপাত্ত সরবরাহ করতে চীন প্রায়শই গড়িমসি করে। এমনকি চীনা বাঁধগুলো থেকে কখন জল ছাড়া হচ্ছে;তার সঠিক সময় ও পরিমাণের কোনো স্বচ্ছ হিসাব নেপাল পায় না।এই তথ্য ও অস্বচ্ছতার কারণে নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ আগে থেকে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে নেওয়ার বা সতর্ক করার সময় পায় না। ফলে পানহানি ও সম্পদের ক্ষতি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। বেজিং এর এককিপাক্ষিক ও গোপনীয় আচরণের পিছনে কূটনীতিবিদরা এক ধরনের প্রচ্ছন্ন 'জল রাজনীতি' বা পানিকে চাপ সৃষ্টিকারী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহারের প্রবণতা দেখতে পাচ্ছেন। অবশ্য সমস্ত দায় একা চীনের উপর চাপিয়ে দিলে নেপালের ভেতরের গাফিলতি ঢাকা পড়ে যাবে। নেপালেও অপরিকল্পিতভাবে নদীর খুব কাছাকাছি আবাসন ও সেতু নির্মাণ করা হয়েছে; যা বানের ধ্বংসলীলাকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অনুঘটকের ভূমিকাটি চীন পালন করছে। চীন যখন নেপালকে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিসিয়েটিভ -এর অধীনে কোটি কোটি ডলারের ঋণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে; তখন কাঠমান্ডুর রাজনৈতিক নেতৃত্বও বেজিংয়ের এই পরিবেশগত আগ্রাসন নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে জোরালো প্রতিবাদ জানাতে ইতস্তত করে। তিব্বত হল 'এশিয়ার ওয়াটার টাওয়ার'। সেই সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্রকে যেভাবে চীন কেবল ক্ষমতার রাজনীতি ও পরিকাঠামো বিকাশের হাতিয়ার করেছে; তার চরম মাশুল গুনতে হচ্ছে নেপালের সাধারণ মানুষকে। নেপালের হড়পা বানের প্রত্যক্ষ কারণ হয়তো অতিবৃষ্টি বা হিমবাহ গলন; কিন্তু তার ভয়াবহতা ও আকস্মিকতার পেছনে বেজিংয়ের দায় কোনোভাবে এড়ানো যায় না। হিমালয় কেবল একটি আঞ্চলিক ভূখণ্ড নয়; এটি কোটি কোটি মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত। চীনের এই অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এখনই যদি নেপাল (এবং ভারত সহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া) যৌথ কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি না করে; তবে আগামী দিনে হিমালয়ের কোলে ঘেঁষে আসা এই হড়পা বান কোনো একটি দেশের সীমান্তে আটকে থাকবে না--- গোটা অঞ্চলের জন্য মহা-বিপর্যয় ডেকে আনবে।

মেচেদা ;পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার- ৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শ্রমিকদের বোনা ও অনুদানের দাবিতে শ্রমদপ্তরে ডেপুটেশন সিট্যুর। ছবি নিজস্ব

অভিন্ন লক্ষ্যসম্পন্ন দেশগুলিকে হুমকির মোকাবিলায় একসঙ্গে কাজের আহ্বান জয়শঙ্করের

রাষ্ট্রসংঘ, ২২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে এমন দেশগুলিকে 'চোক পয়েন্ট', আধিপত্য ও সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টির মতো হুমকির বিরুদ্ধে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানালেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। সোমবার রাষ্ট্রসংঘে 'পার্টনার্স ফর মাল্টিল্যাটারালিজম, ইন্টারন্যাশনাল ল, পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি' শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই আহ্বান জানান।

ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কোস্তার সঙ্গে যৌথভাবে প্রথম এই শীর্ষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, যেখানে 'চোক পয়েন্ট', আধিপত্য ও সরবরাহে বিঘ্নের আশঙ্কা রয়েছে, সেখানে ঝুঁকি কমানো এবং সরবরাহের উৎসে বৈচিত্র্য আনার উদ্যোগকে উৎসাহিত করা উচিত। একই সঙ্গে কোনও শক্তিশালী কারণ বা জরুরি প্রয়োজন থাকলে অভিন্ন মতাদর্শ ও লক্ষ্যসম্পন্ন দেশগুলির একসঙ্গে এগিয়ে আসার আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার।

জয়শঙ্কর বলেন, বর্তমানে চরম প্রতিযোগিতা, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং বাস্তব সংঘাতের কারণে 'বিশ্বব্যবস্থা চাপের মুখে' রয়েছে। তিনি নির্দিষ্ট করে কোনও সংঘাতের নাম না করলেও উপসাগরীয় অঞ্চল ও ইউক্রেনের সংঘাতের প্রভাব বিশ্বজুড়ে পড়ছে। তিনি বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মূল চেতনাই প্রশ্নের মুখে পড়বে। তাই এই মুহূর্তে বহুপাক্ষিকতাকে আরও শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি।

বিদেশমন্ত্রী বলেন, এখানে শুধু কথাবার্তা বা অভিব্যক্তির বিষয় নয়, শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ, জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপ ও জলবায়ু ন্যায়বিচার, উদীয়মান প্রযুক্তি ও উন্নয়নমূলক অর্থায়ন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা, সরবরাহ শৃঙ্খল শক্তিশালী করা, দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মহামারির জন্য প্রস্তুতির মতো বাস্তব বিষয় জড়িত। এগুলির সবকিছুর জন্যই সহযোগিতার রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রয়োজন। বিশ্ব বর্তমানে '৪এফ' জ্বালানি, খাদ্য, সার এবং অর্থসংকটের মুখোমুখি বলেও উল্লেখ করেন জয়শঙ্কর। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় কার্যকর কাঠামো ও সুরক্ষা-নিয়ম তৈরির প্রয়োজনীয়তাকে আরও স্পষ্ট করেছে।

তিনি 'সংস্কার করা বহুপাক্ষিকতা'র পক্ষে সওয়াল করে বলেন, এর জন্য আরও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা এবং আরও স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন। বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে আন্তর্জাতিক আইন, নিয়ম ও নীতির কঠোর অনুসরণও জরুরি বলে জানান তিনি।এর পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের কয়েকটি দেশের বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গেও বৈঠক করেন জয়শঙ্কর। আন্তর্জাতিক আইনের নীতিগুলি রক্ষায় পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।

সীতাপুরে ছয় বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, ১২ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত গ্রেফতার

সীতাপুর, ২২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): উত্তরপ্রদেশের সীতাপুরে ছয় বছরের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে অবধ রাম ওরফে ভোলে শঙ্করকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, শিশুটিকে আখের ক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত। তাকে গ্রেফতার করতে যাওয়া পুলিশ দলের উপর সে গুলি চালায়। পাল্টা গুলিতে তার পায়ে গুলি লাগে।

শিশুটির ধর্ষণের অভিযোগ নিশ্চিত করতে তার মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে। অভিযুক্তকে ধরিয়ে দেওয়ার তথ্যের জন্য সীতাপুরের পুলিশ সুপার ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

মহমুদাবাদ সার্কেলের সিও কপূর কুমার জানান, সীতাপুরের পুলিশ সুপারের নির্দেশে অভিযুক্তকে ধরতে একাধিক পুলিশ দল গঠন করে লাগাতার অভিযান চালানো হচ্ছিল।তিনি বলেন, ''২২ সেপ্টেম্বর সকালে গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায়, বেররা গ্রামের কাছে অভিযুক্তকে দেখা গিয়েছে। পুলিশ ও মিশন শক্তির দল বেররা গ্রামের কাছে সড়কে অভিযান চালাতে গেলে পুলিশকে দেখে অভিযুক্ত গুলি চালায়। আত্মরক্ষায় পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়।''

পুলিশের পাল্টা গুলিতে অভিযুক্ত আহত হয়। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার কাছ থেকে একটি রিভলভার, দুটি জীবন্ত কার্তুজ এবং ৩৫০ টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিকে, ৩১ আগস্ট উত্তরপ্রদেশেরই ১৭ বছরের এক কিশোরীকে দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বাসে লিফট দেওয়ার পর চলন্ত স্লিপার বাসের চালক ও কন্ডাক্টরের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। পুলিশ জানায়, ৪ আগস্ট রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ গ্রেটার নয়ডার প্যারী চৌক থেকে নয়ডার সেক্টর ৬৩ এবং পরে আউটার রিং রোডের দিকে যাওয়ার প্রায় ৬০ কিলোমিটার যাত্রাপথে ঘটনাটি ঘটে। পরে কিশোরীকে রাস্তার পাশে ফেলে যাওয়ার ভিযোগ ওঠে।

অভিযুক্ত বাসচালক কুলদীপ এবং কন্ডাক্টর সন্দীপ (২৯)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাসটি বাজেয়াপ্ত করে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।

উত্তর দিল্লির ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ নিহারিকা ভাট জানান, একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী নয়ডায় তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। প্রবল বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে সে ভুল করে গ্রেটার নয়ডার প্যারী চৌকে পৌঁছে যায়। ওই সময় একটি খালি স্লিপার বাস সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় তার ইশারায় থামে। চালক ও কন্ডাক্টর তাকে নয়ডার সেক্টর ৬৩-তে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ভিসামুক্ত প্রবেশের সুযোগ নিয়ে মালয়েশিয়ায় চাকরি খুঁজতে যাওয়া থেকে ভারতীয়দের সতর্ক করল হাইকমিশন

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ৩০ দিনের ভিসামুক্ত প্রবেশের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মালয়েশিয়ায় চাকরির সন্ধানে যাওয়া থেকে ভারতীয় নাগরিকদের সতর্ক করল কুয়ালালামপুরে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন। এই সুবিধার অপব্যবহার করলে নির্ধারিত সময়ের বেশি থাকা, বেআইনি অভিবাসন পরিস্থিতি, প্রতারণা ও শোষণের শিকার হওয়া, আটক এবং আইনি পদক্ষেপের মুখে পড়তে হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার জারি করা পরামর্শে হাইকমিশন জানিয়েছে, ''৩০ দিনের ভিসামুক্ত সুবিধা ব্যবহার করে চাকরির সন্ধানে মালয়েশিয়ায় আসা ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।''

পর্যটনের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া যাওয়া ভারতীয়দের থাকার নির্ধারিত শর্তগুলি কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে হাইকমিশন। একই সঙ্গে পর্যটন ভিসা বা পর্যটনভিত্তিক প্রবেশের সুযোগ ব্যবহার করে চাকরি নেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে।

হাইকমিশন আরও জানিয়েছে, ভুয়ো চাকরির প্রস্তাব দিয়ে প্রতারক এজেন্টরা বহু ভারতীয়কে বিভ্রান্ত করছে। এর ফলে অনেকে নির্ধারিত সময়ের বেশি থেকে যাচ্ছেন এবং বেআইনি অভিবাসন পরিস্থিতিতে পড়ছেন। পাশাপাশি শোষণ, আটক এবং আইনি পদক্ষেপেরও মুখোমুখি হচ্ছেন। হাইকমিশন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, ভিসামুক্ত প্রবেশের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় চাকরি খোঁজা দেশটির অভিবাসন নিয়মের লঙ্ঘন। ভারতীয় পাসপোর্টধারীদের সর্বোচ্চ ৩০ দিন মালয়েশিয়ায় থাকার এই সুবিধা শুধুমাত্র পর্যটন ও সামাজিক সফরের জন্য প্রযোজ্য।

পর্যটনের উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া যাওয়া ভারতীয় নাগরিকদের ইমিগ্রেশনে সমস্যা এড়াতে বৈধ ও যাচাইযোগ্য নথিপত্র সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চিত রিটার্ন টিকিট, হোটেল বুকিং এবং মালয়েশিয়া ডিজিটাল অ্যারাইভাল কার্ড অনলাইনে জমা দেওয়ার প্রমাণ রাখা জরুরি। আগমনের তিন দিন আগে এমডিএসি জমা দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

এছাড়া, যাত্রীদের পাসপোর্টের মেয়াদ অন্তত ছয় মাস থাকা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

পুনরায় সতর্ক করে হাইকমিশন জানিয়েছে, ''ওয়ার্ক পারমিট অথবা ভিসা উইথ রেফারেন্স ছাড়া কাজ বা চাকরির উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়া ভ্রমণ না করার জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কঠোরভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।''

ভুয়ো চাকরির প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের মালয়েশিয়ায় নিয়ে গিয়ে পরে দেশটির অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের পরিস্থিতিতে ফেলে দেওয়ার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মালয়েশিয়ায় চাকরির জন্য যাওয়ার আগে উপযুক্ত অনুমতি ও প্রয়োজনীয় ভিসা সংগ্রহ করার পরামর্শ দিয়েছে হাইকমিশন।

পশ্চিম এশিয়ার সরবরাহ ধাক্কাই রুশ তেলের চাহিদা বাড়ার মূল কারণ, ছাড় নয়: রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারতে রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি বৃদ্ধির মূল কারণ মূল্যছাড় নয়, বরং পশ্চিম এশিয়ায় সরবরাহের ব্যাঘাত। একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, মার্কিন-ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ভারত প্রতি মাসে গড়ে ৬ কোটি ব্যারেল রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে। চু২৩-২৬ সময়কালে মাসিক গড় আমদানির পরিমাণ ছিল ৪.৬ কোটি ব্যারেল।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক ইকোনমিক রিসার্চের রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন-ইরান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ভারত মোট ২৯.৮ কোটি ব্যারেল রুশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের মার্চ থেকে ২০২৩ সালের জুনের মধ্যে ভারতের আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের ঝুড়িতে রাশিয়ার অংশ শূন্য থেকে বেড়ে ৩০ শতাংশ হয়েছিল। সে সময় এর পেছনে মূল্যছাড়ের ভূমিকা থাকতে পারে। তবে ২০২৬ সালের মার্চ থেকে প্রতিদিন অতিরিক্ত প্রায় ১০ লক্ষ ব্যারেল আমদানির বিষয়টি শুধুমাত্র দামের ওঠানামা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ২০২৩ সাল থেকে পশ্চিম এশিয়ার তেলের তুলনায় রুশ অপরিশোধিত তেলের গড় ছাড় প্রতি ব্যারেলে ৩ থেকে ৫ ডলারের মধ্যে স্থিতিশীল রয়েছে। এমনকি রুশ তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৭ ডলার পর্যন্ত বেশি থাকা সত্ত্বেও ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানিতে রাশিয়ার অংশ বেড়েছে। অতিরিক্ত ৬ থেকে ৮ কোটি ব্যারেল তেল যদি ভারতকে স্পট মার্কেট থেকে কিনতে হতো, তাহলে বর্তমানের তুলনায় তেলের দাম ।রও বেশি হতে পারত বলেও রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, অত্যন্ত উচ্চ শুল্ক আরোপের হুমকি বাস্তবে শুল্ক আরোপের তুলনায় বাণিজ্য আলোচনায় বেশি কার্যকর দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। অন্যদিকে, তেলের দাম বৃদ্ধি মার্কিন খুচরো মূল্যস্ফীতিতে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে, জ্বালানির উচ্চমূল্যের কারণে মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে রিপাবলিকানরা ইতিমধ্যেই চাপের মুখে রয়েছে।

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের রিপোর্টে বলা হয়েছে, কংগ্রেসের সমর্থন শুল্কের হুমকিকে আইনি দিক থেকে আরও স্থায়ী করতে পারে। পাশাপাশি অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সংক্রান্ত সেকশন ৩০১-এর সিদ্ধান্তগুলি শুল্কের ক্ষেত্রে অস্থিরতা বাড়াতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট জ্জক্কঞ্চঙ-এর অধীনে শুল্ক বাতিল করার আগে যে ১৮ শতাংশ সামগ্রিক হার নিয়ে সমঝোতা হয়েছিল, সেটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, শুল্ক কার্যকর হওয়ার পর ছাড় বা অব্যাহতির কারণে কার্যকর শুল্কের হার সাধারণত ঘোষিত বা মূল হারের তুলনায় কম হয়ে থাকে।

চলতি অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত ভারতের রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেড়েছে। ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল ও যন্ত্রাংশ, ধাতু এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। একই সঙ্গে আমেরিকায় ভারতের রপ্তানিও পুনরুদ্ধার হয়েছে বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

জামুইয়ে নাবালিকা ছাত্রীকে হেনস্তার ঘটনায় এক গ্রেফতার, ১২০ সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলের বিরুদ্ধে এফআইআর

পাটনা, ২২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বিহারের জামুই-লখিসরাই রুটের মাড়ওয়া পাহাড় এলাকায় দুই নাবালিকা ছাত্রীকে হেনস্তা ও হয়রানির অভিযোগের ঘটনায় রামাশিষ চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছে জামুই পুলিশ। ঘটনার ভিডিও তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার পর পুলিশ মূল অভিযুক্তদের পাশাপাশি ভিডিওটি ছড়ানো এবং নাবালিকার পরিচয় প্রকাশের ঝুঁকি তৈরি করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ শুরু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে। ভিডিওতে মাথায় কমলা রঙের গামছা পরা অবস্থায় দেখা যাওয়া মূল অভিযুক্ত নন্দন যাদব এবং হরে রাম যাদব এখনও পলাতক। তাদের গ্রেফতার করতে পুলিশ দলগুলি লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে।

এদিকে, নাবালিকা নির্যাতনের ভিডিও শেয়ার করে তার পরিচয় প্রকাশ বা পরিচয় প্রকাশের ঝুঁকি তৈরি করার অভিযোগে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা জোরদার করেছে জামুই পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ১২০টি প্রোফাইল পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

নাবালিকা নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করতে পারেএমন কোনও ছবি, ভিডিও বা তথ্য শেয়ার না করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছে প্রশাসন।

জামুইয়ের পুলিশ সুপার বিশ্বজিৎ দয়াল বলেন, নাবালিকা নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করে এমন কোনও সামগ্রী প্রদর্শন বা প্রচার করা গুরুতর অপরাধ। এর বিরুদ্ধে পকসো আইন, তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং জুভেনাইল জাস্টিস আইনের বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট আইনি ধারায় জামুই সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

দয়াল আরও বলেন, পুলিশ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত চালাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে আপলোড করা ভিডিওগুলি সরিয়ে দেওয়ার জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যার পর মাড়ওয়া পাহাড় এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ, ওই নাবালিকা ছাত্রী সেখান থেকে ফেরার সময় একদল যুবক তাকে আটকে হেনস্তা করে। তার সঙ্গে থাকা এক ছাত্রকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে। এরপর জামুই প্রশাসন নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং এফআইআর দায়ের করে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত তিন নাবালককে আটক করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সাত থেকে আটজন যুবককে শনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও আরও দুই সন্দেহভাজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। পলাতকদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। ঘটনার পরিস্থিতি, শনাক্ত হওয়া অভিযুক্তদের ভূমিকা এবং ভিডিওটি কোথা থেকে রেকর্ড করে কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো হয়েছিল, সেসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আইনশৃঙ্খলা বিভাগের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল কে.এস. অনুপম জানান, ঘটনায় জড়িত প্রত্যেককে শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে নাবালিকার পরিচয় প্রকাশ করতে পারে এমন ছবি, ভিডিও বা অন্য কোনও তথ্য পোস্ট, ফরোয়ার্ড বা শেয়ার না করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে ফের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে।

নির্বাসনের অপেক্ষায় থাকা বিদেশি নাগরিকদের জন্য হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করল মেঘালয়

শিলং, ২২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও নির্বাসনের অপেক্ষায় হেফাজতে থাকা বিদেশি নাগরিকদের জন্য শিলংয়ের লাইটুমখরাহ এলাকায় এমবিওএসই হস্টেলকে অস্থায়ী ডিটেনশন ও হোল্ডিং সেন্টার হিসেবে নির্ধারণ করেছে মেঘালয় সরকার। মঙ্গলবার সরকারি আধিকারিকরা এই তথ্য জানিয়েছেন।

১৭ সেপ্টেম্বর মেঘালয়ের হোম (পলিটিক্যাল) দফতর এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এর আগে বিদেশি নাগরিকদের রাখার জন্য নংস্টইনে একটি ভবন ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছিল রাজ্য সরকার। তবে মেঘালয় হাইকোর্ট সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।

রাজ্যের জেলে দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি নাগরিকদের আটকে রাখার বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানি চলছে। প্রধান বিচারপতি রেবতী মোহিতে দেরে এবং বিচারপতি ডব্লিউ ডেংডোহের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার শুনানি করছে।

শুনানিতে আদালত রাজ্য সরকারকে ৩০ জন বিদেশি নাগরিককে নতুন নির্ধারিত কেন্দ্রে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছে। আদালত জানিয়েছে, সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কার্যত সম্পূর্ণ হওয়ায় ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদেশি নাগরিকদের এমবিওএসই হস্টেলের অস্থায়ী ডিটেনশন সেন্টারে স্থানান্তর করতে হবে।

আদালতের নির্দেশের পর কারা ও সংশোধন পরিষেবার আইজি সব জেলার জেল কর্তৃপক্ষকে কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ করা কিন্তু নির্বাসনের অপেক্ষায় থাকা বিদেশি নাগরিকদের শিলংয়ের ওই কেন্দ্রে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করতে বলেছেন।

আদালতে জমা দেওয়া স্ট্যাটাস রিপোর্ট অনুযায়ী, এমবিওএসই হস্টেলটি গ্রাউন্ড প্লাস দুই তলা ভবন। সেখানে ছয়টি ডরমিটরি রয়েছে এবং মোট ৬০ জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। কেন্দ্রে প্রশাসনিক ও নিরাপত্তার কাজে ২৬ জন কর্মী, আটজন নিরাপত্তাকর্মী এবং প্রবেশপথ ও ওয়াচটাওয়ারে একটি প্লাটুন মোতায়েনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বিদেশি নাগরিকদের চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক এবং তিনজন সহায়ক চিকিৎসাকর্মীর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রে ২৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় অফিস পরিকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে।

২১ সেপ্টেম্বরের শুনানিতে আদালতকে জানানো হয়, চারটি মামলায় ইতিমধ্যেই নির্বাসনের নির্দেশ জারি হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ করছে।

এদিকে, পাঁচজন বিদেশি নাগরিকের বিষয়েও শুনানিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাঁরা অভিযোগ অনুযায়ী পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে হেফাজতে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মিয়ানমারের দু'জন, নাইজেরিয়ার দু'জন এবং বাংলাদেশের একজন নাগরিক রয়েছেন। কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যাঁরা অতিরিক্ত সময় হেফাজতে ছিলেন, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কি না, সে বিষয়ে রাজ্য সরকার এবং ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসকে (এফআরআরও) তথ্য আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে। ওই দিন বিদেশি নাগরিকদের স্থানান্তর এবং নির্বাসন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে পারে আদালত।

বিশ্বের প্রায় ৮০ শতাংশ একশৃঙ্গ গন্ডারের আবাস অসমে, ২০২৫-এ শূন্য চোরাশিকার: হিমন্ত

গুয়াহাটি, ২২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বিশ্ব গন্ডার দিবসে অসমের গন্ডার সংরক্ষণে সাফল্যের কথা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মঙ্গলবার তিনি জানান, বিশ্বের প্রায় ৮০ শতাংশ বৃহৎ একশৃঙ্গ গন্ডারের বাস অসমে। একইসঙ্গে ২০২৫ সালে রাজ্যে গন্ডার চোরাশিকারের কোনও ঘটনা নথিভুক্ত হয়নি।সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লেখেন, ''এই বিশ্ব গন্ডার দিবসে সংখ্যাগুলিই কথা বলুক!'' এর মাধ্যমে তিনি বৃহৎ একশৃঙ্গ গন্ডারের জন্য বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষণস্থল হিসেবে অসমের অবস্থান তুলে ধরেন।

আন্তর্জাতিক রাইনো ফাউন্ডেশন (জ্জট্রচ) সম্প্রতি তাদের '২০২৬ স্টেট অব দ্য রাইনো' রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বে বৃহৎ একশৃঙ্গ গন্ডারের সংখ্যা ২০২২ সালের আনুমানিক ৪,০১৪ থেকে বেড়ে ৪,০৭৫ হয়েছে।

অসমে বর্তমানে প্রায় ৩,২৬০টি বৃহৎ একশৃঙ্গ গন্ডার রয়েছে, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ।

অসমের দীর্ঘদিনের গন্ডার চোরাশিকারের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ২০২৫ সালে শূন্য চোরাশিকারের ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জ্জট্রচ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালে অসমে গন্ডার চোরাশিকারের কোনও ঘটনা জানা যায়নি। ১৯৭০-এর দশকের পর এটি মাত্র দ্বিতীয় বছর, যখন রাজ্যে এমন কোনও ঘটনা নথিভুক্ত হয়নি। এর আগে ২০২২ সালেও অসমে গন্ডার চোরাশিকারের কোনও ঘটনা জানা যায়নি।

অসমের গন্ডার সংরক্ষণে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখানে ২,৬০০-রও বেশি বৃহৎ একশৃঙ্গ গন্ডার রয়েছে, যা বিশ্বের কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় এই প্রজাতির বৃহত্তম জনসংখ্যা। মানস জাতীয় উদ্যান-সহ অন্যান্য এলাকাতেও গন্ডারের সংখ্যা পুনরুদ্ধারে সংরক্ষণমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চোরাশিকার কমার পিছনে উন্নত গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, সমন্বিত আইন প্রয়োগ, নজরদারি, বনরক্ষীদের সক্রিয় ভূমিকা এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কাজিরাঙা নিয়ে সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টেও বিস্তৃত চোরাশিকার-বিরোধী ব্যবস্থার কথা উঠে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে শতাধিক নজরদারি শিবির, ড্রোন এবং বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফ্রন্টলাইন দল।

তবে সংরক্ষণবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, চোরাশিকার প্রতিরোধই একমাত্র চ্যালেঞ্জ নয়। গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবাসস্থল খণ্ডিত হওয়া, আগ্রাসী উদ্ভিদের বিস্তার, জলসংকট এবং মানুষের কার্যকলাপও উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে।প্রতি বছর ২২ সেপ্টেম্বর বিশ্ব গন্ডার দিবস পালন করা হয়। গন্ডার সংরক্ষণ এবং চোরাশিকার ও আবাসস্থল ধ্বংসের মতো বিভিন্ন হুমকি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোই এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

শরীরে চর্বির দলা “লাইপোমা”, এটি কি ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে?

সজল দাস

‘অনেকদিন ধরেই আমার হাতে ও পেটে দুই জায়গায় চামড়ার নিচে ছোট দলার মতো হয়ে আছে, ব্যথা নেই তবে চাপ দিলে নড়াচড়া করে। এখন শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এরকম আরও অনেকগুলো দলা নতুন করে হয়েছে।’

বিবিসি বাংলাকে এভাবেই বলছিলেন ঢাকার রামপুরা এলাকার বাসিন্দা মিঠুন শিকদার। তিনি জানান, কখনও ব্যথা অনুভূত না হলেও এগুলো টিউমার কিনা সেটি নিয়ে চিন্তা হচ্ছে তার।

শরীরে চামড়ার নিচে এই ধরনের পিণ্ড বা দলা আসলে কী? এ নিয়ে কি চিন্তার কোনো কারণ আছে? এমন নানা প্রশ্ন রয়েছে অনেকেরই। মানুষের শরীরে চামড়ার নিচে ছোট, নরম ও গোলাকার একটি বা একাধিক পিণ্ডের মতো এই বস্তুকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় লাইপোমা বা লিপোমা বলা হয়।

এই ধরনের নরম পিণ্ডের ওপর আঙুল দিয়ে চাপ দিলে এটি খুব সহজেই নড়াচড়া করছে বলে অনুভূত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন এবং ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের গবেষকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মানবদেহের নরম টিস্যু টিউমারগুলোর মধ্যে লাইপোমা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বিশ্বের প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে অন্তত একজনের শরীরে এটি থাকতে পারে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন, এটি চর্বি বা মেদ দিয়ে গঠিত এক ধরনের “বিনাইন” বা নির্দোষ টিউমার, যা ক্ষতিকর নয়।

লাইপোমা কেন হয়?

লাইপোমা হওয়ার কারণ সুনির্দিষ্ট নয় বলেই মত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের। তবে তারা বলছেন, এটি এক ধরনের টিউমার। ‘অন্যান্য বেশিরভাগ টিউমার হওয়ার খুব বেশি কারণ যেমন জানা যায় না, লাইপোমার ক্ষেত্রেও ওই রকম, বিবিসি বাংলাকে বলেন বাংলাদেশের ন্যাশনাল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

যদিও লাইপোমার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক চিহ্নিত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন এর গবেষকরা।

তাদের গবেষণা তথ্য অনুযায়ী, এর বড় কারণ হলো জেনেটিক মিউটেশন। অর্থাৎ পরিবারের কারো লাইপোমা থাকলে অন্যদের হওয়ার ঝুঁকি কয়েকগুণ বেশি হয়। এছাড়া শরীরের কোনো জায়গায় সরাসরি জোরে আঘাত লাগলে সেখানকার চর্বি কোষের মৃত্যু ঘটে এবং পরবর্তীতে প্রদাহের মাধ্যমে সেখানে লাইপোমা তৈরি হতে পারে। সাধারণত ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়সীদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়। তবে শিশু বা কিশোরদেরও এটি হতে পারে বলে দাবি গবেষকদের। তারা বলছে, বেশি মোটা হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত মদ্যপান, লিভারের রোগ এবং রক্তে চিনির মাত্রা বেড়ে যাওয়া বা গ্লুকোজ ইনটলারেন্সের সাথে এর যোগসূত্র রয়েছে।

লাইপোমা চেনার উপায়

লাইপোমা হলো মূলত পরিপক্ক চর্বি কোষের একটি সমষ্টি। এটি একটি পাতলা তন্তুময় আবরণে বা “ফাইব্রাস ক্যাপসুল”-এ ঘেরা থাকে। এটি সাধারণত চামড়ার নিচের স্তরে থাকে। তবে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ যেমন- পাকস্থলী, অন্ত্র এবং মাংসপেশির গভীরেও এটি হতে পারে। কানাডার শল্য চিকিৎসকদের প্ল্যাটফর্ম দ্যা সেন্টার ফর মাইনর সার্জারি বলছে, এই পিণ্ডগুলো আকারে ভিন্ন হতে পারে, মটরদানার মতো ছোট থেকে শুরু করে কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত ব্যাসবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এটি সাধারণত ঘাড়, কাঁধ, পিঠ, বাহু, পেট বা উরুতে বেশি দেখা যায়। আঙুল দিয়ে চাপ দিলে এটি চামড়ার নিচে পিছলে যায় বা নড়ে ওঠে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি এক সেন্টিমিটার থেকে দুই ইঞ্চি ব্যাসের হয়। তবে কখনও কখনও এটি ছয় ইঞ্চি বা তার বেশি বড় হতে পারে, যাকে “জায়ান্ট লাইপোমা” বলা হয় বলে মত যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন এর গবেষকদের।

চিকিৎসকরা বলছেন, ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে লাইপোমা ব্যথাহীন। তবে যদি এটি কোনো নার্ভ বা স্নায়ুর ওপর চাপ দেয় বা এর ভেতরে রক্তনালীর পরিমাণ বেশি থাকে, তবে ব্যথা হতে পারে। লাইপোমা থেকে ক্যান্সার হতে পারে? লাইপোমা নিয়ে মানুষের সবচেয়ে বড় ভীতি হলো ক্যান্সার। গবেষকরা বলছেন, লাইপোমা ক্যান্সারে রূপ নেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বিরল। তবে লিপোসারকোমা নামক এক ধরনের ম্যালিগন্যান্ট বা ক্যান্সারযুক্ত টিউমার দেখতে হুবহু লাইপোমার মতোই। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন এর গবেষকরা বলছেন, যদি কোনো চর্বির দলা খুব দ্রুত বড় হতে থাকে, অতিরিক্ত শক্ত হয়ে যায় এবং নড়াচড়া না করে, তবে তা লিপোসারকোমা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আর এ কারণেই ব্যথা হলে বা টিউমার শক্ত ও বড় হতে থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলছেন ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান। মি. রহমান বলছেন, ‘লাইপোমা শরীরের একটি নির্দোষ অংশ মাত্র। তবে শরীরের কোথাও কোনো চাকা বা পিণ্ডে ব্যথা অনুভব করেন, তবে শুরুতে একবার একজন সার্জন বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখিয়ে নিন।’ তিনি বলছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা কেবল শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমেই লাইপোমা শনাক্ত করতে পারেন। তবে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে জিনের পরীক্ষা বা বায়োপসি করেও এই পার্থক্য নিশ্চিত করা হয়।

কখন অপারেশন জরুরি?

অনেকের শরীরেই একাধিক লাইপোমা থাকে, যা অনেক সময় অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

চিকিৎসকরা বলছেন, কারো কারো শরীরে দুইশো- চারশো লাইপোমাও হতে পারে। হাত দিয়ে স্পর্শ করলে বোঝা যায়, সাধারণত এর কোনো উপসর্গ থাকে না।

ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলছেন, এটি যদি কোনো শারীরিক সমস্যা তৈরি না করে, তাহলে চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

তবে পিণ্ডটি যদি দ্রুত বড় হতে থাকে, তীব্র ব্যথা বা অস্বস্তি হয়, সৌন্দর্যহানি ঘটে, জয়েন্ট বা মাংসপেশির স্বাভাবিক নড়াচড়ায় বাধা দেয় তখন অনেকে এটি অপসারণ করে থকেন। ‘যদি এমন কোনো জায়গায় লাইপোমা হলো যে দেখতে খারাপ মনে হচ্ছে, দ্বিতীয়ত কোনো প্রেশার এলাকা- অর্থাৎ বসার বা শোবার সময় চাপ পড়ে, এমন জায়গায় লাইপোমা হলে অপারেশন করা লাগতে পারে,’ বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. রহমান। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন এর গবেষকরা বলছেন, লাইপোমা অপসারণের জন্য একমাত্র উপায় সার্জারি। সবচেয়ে প্রচলিত ও কার্যকর পদ্ধতি হলো সার্জিক্যাল এক্সিশন। যেখানে ছোট একটি ছিদ্র বা কাটার মাধ্যমে লাইপোমা বের করে আনা হয়। এছাড়া লিপোসাকশন এবং স্টেরয়েড ইনজেকশন দিয়েও লাইপোমার আকার সংকুচিত করা যায় বলেও জানান তারা।

লাইপোমার বিকল্প চিকিৎসা

বড় আকারের লাইপোমা পুরোপুরি নির্মূল করতে আধুনিক সার্জারিই সবচেয়ে নিরাপদ ও স্থায়ী সমাধান বলে মত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং গবেষকদের। তবে অনেকেই লাইপোমা ঠিক করতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপর আস্থা রাখেন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে চিহ্নিত করা গেলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় লাইপোমার ক্ষেত্রে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় বলে মত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা. তাপস কর্মকারের। ‘লাইপোমা যদি ছোট থাকে তাহলে আমাদের হোমিওপ্যাথি ওষুধেই ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়,’ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি। লাইপোমা পুরোপুরি প্রতিরোধ করা কঠিন। তবে খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন ঝুঁকি কমাতে পারে বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। অতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলা, মদ্যপান না করা, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডা. তাপস কর্মকার বলছেন, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার খেলে কিংবা রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে লাইপোমার আকারও বড় হতে পারে। ‘খাবার মেইনটেইন করলে, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিজ বাড়ালে, ব্যায়াম করলে লইপোমা নিয়ন্ত্রণে থাকে বা অনেক সময় এটি বার্ন হয়ে যায়,’ বিবিসি বাংলাকে বলেন তিনি।

ঘুমনোর সময় শরীর হঠাৎ কেঁপে ওঠার কারণ কী

ধরুন, আপনি ঘুমোচ্ছেন। হঠাৎ আপনার গা কেঁপে উঠল। বা মনে হল, আপনি কোথাও থেকে পড়ে যাচ্ছেন। চট করে ঘুম ভেঙে গেল। না না, ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। এই ঝাঁকুনিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলে হিপনিক জার্ক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি স্বাভাবিক ও ক্ষতিকর নয়।

কেন ঘুমের মধ্যে গা কেঁপে ওঠে? ঘুমিয়ে পড়ার সময় শরীর শিথিল হতে থাকে ও মস্তিষ্কও বিশ্রাম নেয়। এই সময় আপনার স্নায়ুতন্ত্র সাময়িক সক্রিয় হয়ে যায় তাই হঠাৎ করে পেশি সংকুচিত হয়ে যায়। তখনই শরীর কেঁপে ওঠে। এর কোনও নির্দিষ্ট কারণ থাকে না। তবে ঘুমের অভাব, অতিরিক্ত ক্লান্তি, মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও অনিয়মিত ঘুমের অভ্যেস এর প্রবণতা বাড়াতে পারে। রাতে বেশি পরিমাণে চা, কফি বা অন্য ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় খেলেও কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এই সমস্যা বেশি হতে পারে। কীভাবে কমাবেন? ১- প্রতিদিন পর্যাপ্ত সময় ঘুমানোর চেষ্টা করুন। ২- ঘুম ও ওঠার সময় ঠিক করে নিন। ৩- ঘুমোনোর আগে ফোন দেখবেন না। ৪- মানসিক চাপ কমান। ৫- রাতে চা-কফি খাবেন না। ৬- বেডরুম শান্ত, অন্ধকার রাখুন। মাঝেমধ্যে হিপনিক জার্ক হওয়া সাধারণ একটি বিষয়। কিন্তু বারবার যদি হয় বা খুব ঘন ঘন হয়, বা ঘুম নষ্ট হয়, জেগে থাকাকালীনও যদি শরীরে ঝাঁকুনি হয়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ঘুমোনোর সময় গা কেঁপে ওঠা অনেক ক্ষেত্রেই খুব স্বাভাবিক। পর্যাপ্ত বিশ্রামেই এটি কমানো সম্ভব।

গরম তেলে এক টুকরো আদা ফেলে দিন লুচি ফুলবে বেলুনের মতো

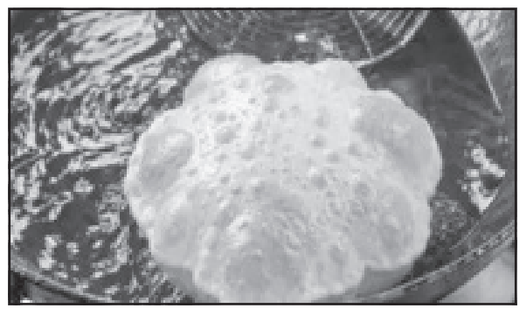

সকালের জলখাবার হোক কিংবা বিশেষ কোনও উৎসব -অনুষ্ঠানগরম গরম ফুলকো লুচির জুড়ি মেলা ভার। তবে অনেক সময়ই দেখা যায়, হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কড়াইয়ের লুচি বেলুনের মতো ফুলতে চায় না, কিংবা দু-একটা ফুললেও কিছুক্ষণ পরেই তা চুপসে গিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায়। এর পাশাপাশি আরও একটি বড় সমস্যা হল ভাজভুজি করার সময় তেলের রঙ কালচে হয়ে যাওয়া। বিশেষ করে ময়দা, আটা বা বেসনের ছোট ছোট কণা তেলে পুড়ে তেলের গুণমান নষ্ট করে দেয় এবং আগের ভাজার গন্ধ থেকে যায়।

এই জোড়া সমস্যার সমাধানে সম্প্রতি নেটপাড়ায় ও অভিজ্ঞ গৃণীদের হেঁশেলে ব্যাপক নজর কেড়েছে একটি জাদুকরী ঘরোয়া কৌশল। কড়াইয়ে তেল গরম হওয়ার পর তাতে জাস্ট এক টুকরো আদা (বা সামান্য আদাকুচি) ফেলে দিলেই কেল্লাফতে! গরম তেলে আদার টুকরোটি ছেড়ে দেওয়ার পর সেই তেলেই লুচি, পকোড়া বা যেকোনো ভাজাবুজি ছাঁকা হয়। ভাজা শেষে আদার টুকরোটি তুলে ফেলে দিলেই কাজ শেষ।

কীভাবে কাজ করে এই সহজ কৌশল? আদা তেলের ভেতরে থাকা সূক্ষ্ম ময়দা বা বেসনের কণাকে দ্রুত পুড়তে দেয় না। ফলে তেলের স্বাভাবিক রঙ বজায় থাকে এবং একই তেলে বারবার ভাজলেও তেল সহজে কালচে হয় না। একই তেলে একাধিক পদ ভাজলে অনেক সময় আগের খাবারের বিশ্রী গন্ধ থেকে যায়। আদা সেই পোড়া গন্ধ শুষে নিয়ে তেলকে ফ্রেশ বা তাজা রাখতে সাহায্য করে।

তেলে আদার উপস্থিতি তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। সঠিক তাপে লুচি তেলের সংস্পর্শে আসামাত্রই চার পাশ থেকে সমভাবে বাতাস ধরে রাখে এবং বেলুনের মতো ফুলে ওঠে। তবে মনে রাখবেন, কেবল আদার ট্রিকসই শেষ কথা নয়; লুচি ফুলকো করার জন্য ময়দা মাখার সময় সঠিক পরিমাণে ময়ান (সাদা তেল বা ঘি) দেওয়া এবং ঈষদুষ্ণ গরম জল দিয়ে ময়দা একটু শক্ত করে ঠেসে মাখাও ভীষণ জরুরি। এবার থেকে লুচি ভাজার আগে কড়াইয়ের গরম তেলে জাস্ট একটুকরো আদা ফেলে দেখুন, তফাৎটা নিজের চোখেই টের পাবেন!

চা বারবার গরম করে খেলে হতে পারে বিপদ

বাঙালির সকাল থেকে সন্ধ্যা, আড্ডা হোক বা কাজের ফাঁক, এক কাপ চা ছাড়া প্রায় অচল। কিন্তু অনেক সময়ই চা ঠান্ডা হয়ে গেলে আমরা তা ফের গরম করে খাই। আপাতদৃষ্টিতে এই কাজটিকে খুব সাধারণ মনে হলেও, বিজ্ঞান বলছে এর ফল হতে পারে মারাত্মক।

চা পাতার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্যাটেচিন, পলিফেনল এবং বিভিন্ন উপকারী অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। কিন্তু একবার তৈরি করা চা ঠান্ডা হওয়ার পর পুনরায় গরম করলে তার ভেতরের সমস্ত পুষ্টিগুণ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। তখন সেই চা পান করা আর শুধুই গরম জল খাওয়ার মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না।

চায়ে প্রাকৃতিকভাবেই ট্যানিন নামক একটি উপাদান থাকে যা পরিমিত মাত্রায় শরীরের জন্য ঠিক। তবে ঠান্ডা চা পুনরায় ফোটালে এই ট্যানিন অতিরিক্ত মাত্রায় নির্গত হয় এবং চায়ের স্বাদকে তেতো করে তোলে। এই অতিরিক্ত ট্যানিন সরাসরি পাকস্থলীতে গিয়ে তীব্র অ্যাসিডিটি, বুক জ্বালা এবং বদহজমের সৃষ্টি করে।

চা তৈরি করে দীর্ঘক্ষণ ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফেলে রাখলে তাতে খুব দ্রুত বিভিন্ন ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে শুরু করে। বিশেষ করে সেই চায়ে যদি দুধ ও চিনি মেশানো থাকে, তবে তা ব্যাকটেরিয়ার জন্য আদর্শ প্রজনন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই অবস্থায় চা গরম করলেও সব জীবাণু মরে না এবং পেটের মারাত্মক সংক্রমণ ঘটাতে পারে।

ঠান্ডা চা পুনরায় গরম করার সময় ব্যাকটেরিয়াগুলো হয়তো মরে যায়, কিন্তু তাদের তৈরি করা ক্ষতিকর টক্সিনগুলো তরলের মধ্যেই থেকে যায়। এই বিষাক্ত উপাদানগুলো সরাসরি আমাদের পাচনতন্ত্রে প্রবেশ করে এবং লিভারের ওপর অতিরিক্ত চাপ ফেলে। নিয়মিত এমন চা খেলে ডায়রিয়া, বমি ভাব বা ফুড পয়জনিং হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

একটি ভালো মানের চায়ের আসল পরিচয় লুকিয়ে থাকে তার সুন্দর গন্ধ এবং নিজস্ব স্বাদের মধ্যে। চায়ের মধ্যে থাকা এসেনশিয়াল অয়েল বা উদ্বায়ী তেলগুলো এই সুগন্ধ তৈরি করে যা মনকে সতেজ রাখে। কিন্তু চা বারবার তাপে ফোটালে সেই তেল পুরোপুরি উবে যায় এবং চা তার স্বাভাবিক স্বাদ ও গন্ধ চিরতরে হারিয়ে ফেলে।

লিকার চায়ের তুলনায় দুধ চা বারবার গরম করে খাওয়া শরীরের জন্য সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক বলে মনে করেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। দুধের প্রোটিন এবং চায়ের রাসায়নিক উপাদান বারবার তাপে বিক্রিয়া করে শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পদার্থ তৈরি করতে পারে। তাই দুধ চা একবার ঠান্ডা হয়ে গেলে তা কোনোভাবেই আর পান করা উচিত নয়।

চিকিৎসকদের মতে, চা বানানোর পর তা সর্বোচ্চ পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যেই পান করে নেওয়া উচিত। চা ঠান্ডা হয়ে গেলে তা ফেলে দিয়ে নতুন করে তাজা চা বানিয়ে নেওয়াই সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস। সামান্য একটু আলসেমি বা কৃপণতার জন্য নিজের শরীরের এত বড় ক্ষতি কখনোই করা উচিত নয়।

সহজে সিলিং ফ্যান পরিষ্কার করার কায়দা

ঘরের সিলিং ফ্যান পরিষ্কার করা যে কতটা ঝক্কির কাজ, তা কমবেশি সকলেরই জানা। উঁচু টুলে উঠে কিংবা লম্বা ঝাঁটা বা ঝাড়ন দিয়ে ফ্যান মুছতে গেলে সারামুখ ধুলোবালি ও মাকড়সার জালে ভরে যায়। শুধু তা-ই নয়, উড়ে আসা ধুলোয় সারা ঘর তো নোংরা হয়ই, তার ওপর ঝুল-ধুলো ঝেড়ে ফ্যান চকচকে করাও বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে এবার আর টুল বা উঁচু মইয়ে চড়ে বিপদ ডেকে আনার প্রয়োজন নেই! মাত্র একটি পুরোনো জিনিসের সাহায্যে কোনও ধুলো না উড়িয়েই ৫ মিনিটে সিলিং ফ্যান একদম নতুনের মতো পরিষ্কার করে ফেলা সম্ভব। কী সেই জিনিস? উত্তর হলআপনার আলমারিতে পড়ে থাকা একটি পুরোনো বালিশের কভার!

কীভাবে কাজ করে এই সহজ কৌশল?

সাধারণত ঝাঁটা দিয়ে ফ্যান ঝাড়লে ধুলোবালি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বালিশের কভার ব্যবহার করলে ফ্যানের ব্লেডের সমস্ত ধুলো কভারের ভেতরেই জমা হয়, ঘরে একফোঁটাও ঝরে পড়ে না।

পরিষ্কার করার সঠিক পদ্ধতি:

১. একটি স্প্রে বোতলে কিছুটা জল, সামান্য লিকুইড সোপ বা থালা বাসনের সাবান এবং কয়েক ফোঁটা ভিনেগার মিশিয়ে নিন। পুরনো বালিশের কভারটির ভেতরের অংশে হালকা করে এই মিশ্রণটি স্প্রে করে সামান্য ভিজিয়ে নিন। ২. এবার নিরাপদ কোনও স্থানে দাঁড়িয়ে বালিশের কভারটি ফ্যানের একটি ব্লেডের মধ্যে এমনভাবে গলিয়ে দিন, যাতে ব্লেডটি কভারের ভেতরে সম্পূর্ণ ঢেকে যায়।

৩. বালিশের কভার দিয়ে ব্লেডটি ওপর ও নিচ থেকে শক্ত করে চেপে ধরে আস্তে আস্তে বাইরের দিকে টেনে বের করে আনুন। এতে ব্লেডের ওপর জমে থাকা সমস্ত চিটচিটে ধুলোবালি কভারের ভেতরের দেয়ালে আটকে যাবে এবং ব্লেড হয়ে উঠবে একদম পরিষ্কার। ৪. একইভাবে ফ্যানের বাকি ব্লেডগুলোও খুব সহজে পরিষ্কার করে নিন।

কাজ শেষে বালিশের কভারটি উল্টে ঝেড়ে নিয়ে ধুয়ে ফেললেই কেল্লাফতে! এবার থেকে সিলিং ফ্যান পরিষ্কারের জন্য আর কষ্ট করে উঁচুতে উঠতে বা ঘর নোংরা হওয়ার দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

চোঁয়া ঢেকুর-বুক জ্বালায় অ্যান্টাসিড না খেয়ে ভরসা রাখুন ঘরোয়া টোটকায়

একদিন নিয়মের বাইরে খাবার খেলেই গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়। একটু তেল, মশলাদার খাবার খেলেই বুক জ্বালা, চোঁয়া ঢেকুর দিতে থাকে। মাঝেমধ্যে গ্যাস-অম্বল হলে বাঙালির ভরসা অ্যান্টাসিড। কিন্তু প্রায় দিনই যদি গ্যাস-অম্বল, বদহজমের সমস্যায় ভোগেন, তখন মুঠো মুঠো অ্যান্টিসিড খাওয়া মোটেই ভাল নয়। চিকিৎসকদের মতে, গ্যাস-অম্বল এড়াতে রোজ রোজ অ্যান্টিসিড খাওয়ার অভ্যাস মোটেই ভাল নয়। বরং, তাঁদের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিসিড খেলে হিতে-বিপরীতও হতে পারে। এক্ষেত্রে বদহজমকে ঘরোয়া উপায়ে প্রতিরোধ করার উপায় খুঁজে নেওয়া দরকার। সাধারণত খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং শরীরচর্চার দ্বারা গ্যাস-অম্বলের সমস্যাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। তার সঙ্গে এই ৬ উপাদানের সাহায্যে পেট ফোলা-বুক জ্বালার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

আদা: আদার মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা খাবার হজমে সাহায্য করে। পাশাপাশি বদহজম, বুক জ্বালার সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। যেদিন খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম হবে তখন এক টুকরো কাঁচা আদা চিবিয়ে খেতে পারেন। কিংবা আদা দিয়ে চা খেতে পারেন।

অ্যালোভেরা: অ্যাসিডিটির কারণে শরীরে যে অস্বস্তি তৈরি হয়, তা থেকে মুক্তি দিতে পারে অ্যালোভেরা। তাছাড়া নিয়মিত অ্যালোভেরার জুস পান করলে আপনি বদহজমের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। এই পানীয় শারীরিক প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

ক্যামোমাইলের চা: মানসিক চাপ ও অনিদ্রা অনেক সময় বদহজমের সমস্যা ডেকে আনে। এক্ষেত্রে রাতে খাবার খাওয়ার পর এক কাপ ক্যামোমাইলের চা পান করুন। এই চা স্নায়ুর উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি গলা-বুক জ্বালার সমস্যাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে। বেকিং সোডা: অ্যান্টাসিড খাওয়ার বদলে বেকিং সোডার সাহায্য নিন। এই উপাদান পেটের অ্যাসিডিটি বা গ্যাস কমাতে অ্যান্টাসিডের মতোই কাজ করে। তবে, বেকিং সোডা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।

অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার: ওজন কমাতে অনেকেই অ্যাপেল সাইডার ভিনিগারের সাহায্য নেন। অম্লধর্মী হলেও অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার অ্যাসিডিটির সমস্যাকে দূর করতে সহায়ক। সকালবেলা খালি পেটে এক গ্লাস জলে এক টেবিল চামচ অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার মিশিয়ে পান করুন। এর চেয়ে বেশি অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

মৌরি: মুখশুদ্ধির জন্য অনেকেই ভারী খাবার খেয়ে মৌরি খান। মৌরি চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস আপনাকে বদহজমের সমস্যা থেকে দূরে রাখে। মৌরি পেটে অ্যাসিডিটির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

টানা ধর্মঘট, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রস্তাবিত তিন দিনের দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক তার সকল সম্মানিত গ্রাহক ও সাধারণ জনগণকে সম্ভাব্য অসুবিধা এড়াতে শাখা-নির্ভর জরুরি ব্যাঙ্কিং লেনদেন আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।প্রস্তাবিত ধর্মঘটের সময় গ্রাহকদের অসুবিধা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা এবং অত্যাবশ্যকীয় ব্যাঙ্কিং পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। বিশেষভাবে এটিএম-এ পর্যাপ্ত নগদ অর্থের প্রাপ্যতা, নগদ অর্থ পুনর্ভরণ, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, ডিজিটাল পেমেন্ট পরিষেবা এবং অন্যান্য বিকল্প ব্যাঙ্কিং পরিষেবা সচল রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সরকারের প্রস্তুতিমূলক নির্দেশিকাতেও এটিএম-এ পর্যাপ্ত নগদ অর্থের ব্যবস্থা এবং ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যাঙ্কিং, এটিএম/সিডিএম, পেমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ও সেলফ-সার্ভিস পরিষেবা সচল রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, প্রস্তাবিত ধর্মঘটের সময় দৈনন্দিন ব্যাঙ্কিং প্রয়োজনে যথাসম্ভব ডিজিটাল ও বিকল্প ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ব্যবহার করার জন্য। যে সমস্ত জরুরি লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্কের শাখায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, সেগুলি যথাসম্ভব আগেই সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অত্যাবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কিং পরিষেবার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। তবে প্রস্তাবিত ধর্মঘটে কর্মীদের অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করে ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত কিছু শাখার স্বাভাবিক পরিষেবা প্রভাবিত হতে পারে। তাই গ্রাহকদের তাঁদের ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন আগাম পরিকল্পনা করার পাশাপাশি ব্যাঙ্ককে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে গ্রাহকদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, অযথা উদ্বিগ্ন না হয়ে এবং জরুরি আর্থিক প্রয়োজন ধর্মঘটের সময় পর্যন্ত স্থগিত না রেখে, প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ, গুরুত্বপূর্ণ শাখা-নির্ভর লেনদেন এবং অন্যান্য জরুরি ব্যাঙ্কিং কাজ যথাসম্ভব আগেই সম্পন্ন করতে।চেয়ারম্যানের আবেদন'আমাদের গ্রাহকরাই আমাদের পরিষেবার কেন্দ্রবিন্দু। আগামী ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রস্তাবিত দেশব্যাপী ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সকল সম্মানিত গ্রাহককে তাঁদের জরুরি ব্যাঙ্কিং প্রয়োজন আগাম পরিকল্পনা করার এবং প্রয়োজন অনুসারে শাখা-নির্ভর গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অত্যাবশ্যকীয় ব্যাঙ্কিং পরিষেবার ধারাবাহিকতা এবং বিকল্প ব্যাঙ্কিং পরিষেবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এই সময়ে আমরা আমাদের গ্রাহকদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি এবং ত্রিপুরার জনগণকে সর্বোচ্চ যত্ন ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

PNIT NO:-27/EE/RD/SNMD/2026-27, Dt. 21/09/2026
The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 28/09/2026 for 1 (one) no(s). Maintenance work amounting to Rs 39,71,390.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA-C-2003/26
Executive Engineer)
RD Sonamura (Dhanpur) Division
M: 8974406544

বিলোনিয়ায় জেলা ভিত্তিক ক্লাসিক্যাল মিউজিক প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ সেপ্টেম্বর:বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস মেমোরিয়াল ক্লাসিক্যাল মিউজিক প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ও বিলোনিয়া পুর পরিষদের সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দ। কব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাহক হলো শাস্ত্রীয় সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্র। বর্তমান মোবাইল ও ইন্টারনেটের যুগে এই ধরনের প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রী ও তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রশংসনীয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি।শাস্ত্রীয় সংগীত, নৃত্য এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের চর্চা অব্যাহত রাখার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি। তাঁর মতে, ভারতীয় সংস্কৃতির এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নিয়মিত চর্চা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিলোনিয়া মহকুমার মহকুমা শাসক দেবজ্যোতি রায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের আধিকারিক সুবিমল রিয়াং।স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ।দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতিযোগিতায় শাস্ত্রীয় সংগীত, নৃত্য, তবলা বাদন-সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের বিভাগে মোট৬৩ জন প্রতিযোগীঅংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীদের পরিবেশনায় উঠে আসে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ও সংস্কৃতির নানা দিক।প্রতিযোগিতা শেষে চারটি বিভাগে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এই ধরনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দক্ষিণ ত্রিপুরার তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শাস্ত্রীয় সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন আয়োজকরা।

Prof. (Dr.) Manik Saha
CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA - 799010

আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার ৮ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে শুভেচ্ছা

"সুস্থ নাগরিকই সমৃদ্ধ রাজ্যের ভিত্তি"-এই ভাবনাকে সামনে রেখে আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার গৌরবময় ৮ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে ত্রিপুরার সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।
২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ শুধু একটি প্রকল্পের বর্ষপূর্তি নয়, এটি অসংখ্য পরিবারের জীবনে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পৌঁছে দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। অর্থের অভাবে কোনও মানুষ যেন চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত না হন-এই মানবিক লক্ষ্যেই এই প্রকল্পের পথচলা। ত্রিপুরায় আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় ৫ লক্ষ ৪৯ হাজার পরিবারের ১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭০৩ জনকে আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৫,৯৬,৭৯৩ জন সুবিধাভোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন এবং প্রায় ৩১৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে।
২০২৩ সালে রাজ্যে চালু হওয়া চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনায় ৬, ৫০,৬৮৩টি আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি হয়েছে। ১,০৩,৪১১ জন সুবিধাভোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন এবং প্রায় ৫৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার দাবি নিষ্পত্তি হয়েছে।
রাজ্যের ১৪৪টি হাসপাতালসহ সারা দেশের প্রায় ৪০ হাজার তালিকাভুক্ত হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত-প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনার সুবিধাভোগীরা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। যোগ্য মানুষের কাছে এই সুবিধা পৌঁছে দিতে শিবিরের পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়েও আয়ুষ্মান কার্ড তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
ত্রিপুরার মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার এই যাত্রা আরও সুদৃঢ় হোক এবং আরও বেশি মানুষ এর সুফল পান—এই প্রত্যাশা রাখছি।
সকলের সুস্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

ICA-D-1028/26
প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা

ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আটক ধনপুরের দুই যুবক রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর অভিযোগ

আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর: ইয়াবা ট্যাবলেটসহ বিএসএফের হাতে আটক হলেন ধনপুরের চিরঞ্জিত শীল ওরফে গেদু এবং তাঁর সহযোগী ইয়াসিন মিয়া। জানা গেছে, ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দু'জনকে আটক করার পর তাঁদের যাত্রাপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা থানার হেফাজতে রয়েছেন বলে জানা গেছে।
অভিযোগ, এর আগেও চিরঞ্জিত শীলের বাড়ি থেকে বিএসএফ একটি পিস্তল উদ্ধার করেছিল। সেই ঘটনায় রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের কোনও বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি।
এদিকে, গতকাল মধ্যরাতেও আটক করার পর একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি, ২০২৩ সালের একটি এনডিপিএস মামলায় চিরঞ্জিত শীল জেল খেটেছিলেন বলেও দাবি করা হয়েছে।
বর্তমানে ইয়াবা উদ্ধারের ঘটনায় আটক দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে কী ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে, সে বিষয়ে তদন্তের পরই বিস্তারিত জানা যাবে। একই সঙ্গে, অভিযুক্তদের ছাড়িয়ে নিতে রাজনৈতিক প্রভাবশালী মহলের তৎপরতার যে অভিযোগ উঠেছে, তার সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। বিষয়টি তদন্তসাপেক্ষ।

ভাঙড়ে কলেজ চত্বরে সংঘর্ষ: কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার চার

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): দক্ষিণ কলকাতার উপকণ্ঠে পশ্চিমবঙ্গের ভাঙড়ে একটি কলেজ চত্বরে সম্প্রতি দুই দফায় সংঘর্ষের ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে পৃথক দুটি মামলায় চারজনকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ।
গ্রেফতার হওয়া চারজন হলেন রাবিউল জামা শেখ, আখতার আলি মোল্লা, রাবিউল মিস্ত্রি এবং আসলাম হাবিব। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসনিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত ভাঙড় আগে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আওতায় ছিল। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আগের মেয়াদের শেষ দিকে ভাঙড়ের আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত দায়িত্ব কলকাতা পুলিশের হাতে দেওয়া হয়।
ভাঙড় কলেজে উত্তেজনার সূত্রপাত হয় কলেজের পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সায়ন্তন বসু প্রশাসনিক কাজের জন্য কলেজ চত্বরে গেলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত ওই কলেজে তাঁর উপস্থিতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু করে সিপিআই(এম)-এর ছাত্র সংগঠন স্টুডেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (এসএফআই)-এর কর্মীরা।
এরপর অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর কর্মীরাও কলেজ চত্বরে পৌঁছন। দুই ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে প্রথমে বচসা এবং পরে ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সংঘর্ষের জেরে কলেজ চত্বরে দুই দফায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।
ঘটনার পর মঙ্গলবার সকালে চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জানা গেছে, ভাঙড় থানায় পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত মামলার ভিত্তিতে রাবিউল মিস্ত্রি ও রাবিউল জামা শেখকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে বেআইনি জমায়েত, কলেজে বেআইনিভাবে প্রবেশ এবং পরিচালন কমিটির সভাপতির কাজে বাধা দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ রয়েছে।
অন্যদিকে, এবিভিপির একাংশের কর্মীরাও ভাঙড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পৃথক একটি মামলা দায়ের করে পুলিশ। ওই মামলায় আখতার আলি মোল্লা এবং আসলাম হাবিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে।চারজনকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একটি আদালতে পেশ করা হবে।তাঁদের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে সরকারি পক্ষ।সোমবারের সংঘর্ষের পর মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভাঙড় কলেজের সামনে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। নতুন করে যাতে কোনও অশান্তি না ছড়ায়, সেজন্য পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে পুলিশ।

চার রাজ্যে বিধান পরিষদ নির্বাচনের সূচি ঘোষণা কমিশনের, উত্তরপ্রদেশে ১১ আসনে ভোট

লখনউ, ২২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রএই চার রাজ্যে বিধান পরিষদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, চার রাজ্যে স্নাতক ও শিক্ষক নির্বাচনী কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ২৮টি বিধান পরিষদ আসনে ভোট হবে। এর মধ্যে সর্বাধিক ১১টি আসন রয়েছে উত্তরপ্রদেশে।
নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। প্রার্থীরা ৬ অক্টোবর পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ৯ অক্টোবর। চার রাজ্যের সমস্ত আসনে আগামী ২৩ অক্টোবর সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে।
উত্তরপ্রদেশে স্নাতক ও শিক্ষক নির্বাচনী কেন্দ্রের মোট ১১টি আসনে ভোট হবে। এর মধ্যে পাঁচটি স্নাতক এবং ছয়টি শিক্ষক নির্বাচনী কেন্দ্র রয়েছে। বর্তমান সদস্যদের মেয়াদ ২০২৬ সালের ৬ ডিসেম্বর শেষ হবে।
উত্তরপ্রদেশের অবসরগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন লখনউ ডিভিশন-স্নাতক কেন্দ্রের অবনীশ কুমার সিং, বারাণসী ডিভিশন-স্নাতক কেন্দ্রের আশুতোষ সিনহা, আগ্রা ডিভিশন-স্নাতক কেন্দ্রের ড. মানবেন্দ্র প্রতাপ সিং, মেরঠ ডিভিশন-স্নাতক কেন্দ্রের দীনেশ কুমার গোয়েল এবং এলাহাবাদ-ঝাঁসি ডিভিশন-স্নাতক কেন্দ্রের ড. মান সিং যাদব।
শিক্ষক নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির অবসরগ্রহণকারী সদস্যরা হলেন লখনউ ডিভিশনের উমেশ দ্বিবেদী, বারাণসী ডিভিশনের লাল বিহারী যাদব, আগ্রা ডিভিশনের ড. আকাশ আগরওয়াল, মেরঠ ডিভিশনের শ্রীচাঁদ শর্মা, বেরেলি-মোরাদাবাদ ডিভিশনের হরি সিং ধিল্লোঁ এবং গোরখপুর-ফৈজাবাদ ডিভিশনের ধ্রুব কুমার ত্রিপাঠী।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ২৭ অক্টোবর ভোটের ফল ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হয়েছে।এদিকে, পৃথক একটি বিজ্ঞপ্তিতে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট ১১টি রাজ্যসভা আসনের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের সূচিও ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। চলতি বছরের নভেম্বর মাসে বর্তমান সদস্যদের অবসর গ্রহণের কারণে ওই আসনগুলিতে শূন্যতা তৈরি হবে।

আগরতলায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগরতলায় দুই দিনব্যাপী শিক্ষামূলক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহায়তায় আগরতলা সাইক্লোহলিকস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আগরতলা মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রী, সাইকেল আরোহী, শিল্পী, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন।
দুই দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে সেমিনার, বই উন্মোচন, কুইজ, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং 'ইউনিটি সাইক্লিং র্যালি'-সহ বিভিন্ন আয়োজন ছিল। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবন ও অবদান সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে অবহিত করা এবং জাতীয় ঐক্য ও ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ সঞ্চিতা রিয়াং, বিশাল কুমার, রতন কুমার সাহা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবন, তাঁর অবদান ও উত্তরাধিকার, বিশেষ করে ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
প্রথম দিনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের লেখা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে নিয়ে একটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন। পরে বইটির কপি ছাত্রছাত্রী ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর মাধ্যমে তাঁরা প্যাটেলের জীবন, কর্ম ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে আরও জানার সুযোগ পান।
অনুষ্ঠানে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি বিশেষ পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনাও করা হয়। এতে ভারতের জাতীয় সংহতিতে তাঁর অবদান এবং আধুনিক ভারত গঠনে তাঁর ভূমিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। উপস্থাপনাটি উপস্থিত দর্শক ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রশংসা অর্জন করে।
পুরো কর্মসূচির সমন্বয় ও আয়োজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন আগরতলা সাইক্লোহলিকস ফাউন্ডেশনের ম্যানেজিং ট্রাস্টি সঞ্চিতা দাস। অনুষ্ঠানটির বিভিন্ন কার্যক্রম ও সুযোগ-সুবিধা ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেন। দুই দিনব্যাপী কর্মসূচির বিভিন্ন আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে তিনি সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করেন।
সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পাশাপাশি 'ইউনিটি সাইক্লিং র্যালি'র মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির বার্তাও তুলে ধরা হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় আগরতলায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন বিশেষ তাৎপর্য পায়।

ধর্মনগরের উন্নয়ন নিয়ে প্রকল্পের বরাদ্দ, অগ্রগতি ও সময়সীমা প্রকাশের দাবি কংগ্রেসের

ধর্মনগর, ২২ সেপ্টেম্বর: ধর্মনগরের উন্নয়ন নিয়ে বিধায়ক জহর চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলনের পর এবার পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করল ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য কেবলকান্তি নন্দির বাসভবনে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি দিগ্বিজয় চক্রবর্তী-সহ দলীয় নেতৃত্ব।
সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, ধর্মনগরের উন্নয়ন নিয়ে একাধিক প্রকল্পের কথা বলা হলেও সেগুলির বাস্তব অগ্রগতি, বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয় এবং নির্ধারিত সময়সীমা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রতিটি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানায় তারা।
নির্মীয়মাণ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ কবে শেষ হবে এবং প্রকল্পটি চালু হলে কতগুলি পরিবার নিয়মিত পানীয় জলের পরিষেবা পাবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলে কংগ্রেস। পাশাপাশি প্রস্তাবিত মার্কেট বিল্ডিংয়ের অনুমোদিত ব্যয়, নির্মাণের সময়সীমা, পার্কিং ব্যবস্থা, অগ্নিনিরাপত্তা এবং ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়েও স্পষ্ট তথ্য প্রকাশের দাবি জানানো হয়।
ধর্মনগরের বিভিন্ন রাস্তার বেহাল দশা নিয়েও সাংবাদিক সম্মেলনে সরব হয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ, কিছু এলাকায় দায়সারা সংস্কারের ফলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ পুরোপুরি কমেনি। কোন রাস্তা কবে সংস্কার করা হবে, সেই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ প্রকাশেরও দাবি জানানো হয়।কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, উন্নয়ন নিয়ে রাজনৈতিক কৃতিত্বের বিতর্কের পরিবর্তে প্রতিটি প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি, বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব এবং কাজ শেষ করার নির্ধারিত সময়সীমা সম্পর্কে জনগণের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। প্রকল্পগুলির অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত তথ্য প্রকাশেরও দাবি জানায় তারা।

ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা দ্রুত এগোচ্ছে, সঠিক দিকেই: পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা দ্রুত গতিতে এবং সঠিক দিকেই এগোচ্ছে বলে মঙ্গলবার জানালেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তবে আলোচনার বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।
গোয়েল বলেন, আমেরিকার সঙ্গে ভারতের আলোচনা "দ্রুত গতিতে এবং ভালো দিকেই এগোচ্ছে"। দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থে এই বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিয়মিত আলোচনা চলছে।
এমন সময়ে গোয়েলের এই মন্তব্য সামনে এসেছে, যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার অর্থনীতিকে লক্ষ্য করে একটি বিস্তৃত নিষেধাজ্ঞা বিলে স্বাক্ষর করেছেন। নতুন আইনে রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের বড় ক্রেতাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। রাশিয়ার তেলের শীর্ষ দুই ক্রেতার মধ্যে রয়েছে ভারত ও চিন।
এর আগে সোমবার গোয়েল বলেছিলেন, নতুন আইনের আওতায় রাশিয়ার তেল ক্রেতাদের উপর সম্ভাব্য মার্কিন শুল্কের বিস্তারিত বিষয়গুলি আগে খতিয়ে দেখবে ভারত। এরপর "উপযুক্ত সময়ে" বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে।
২০২৬ সালের 'লিন্ডসে ও. গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট' নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "বিষয়টির বিস্তারিত এখন সামনে আসছে। আমরা সেগুলি পর্যালোচনা করব এবং উপযুক্ত সময়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।"
নতুন আইনে উল্লেখ করা ১০০ শতাংশ শুল্ক কোনও স্বয়ংক্রিয় শুল্ক নয়। এটি সর্বোচ্চ শুল্কের হার, যা ওই আইনের আওতায় আমেরিকা আরোপ করতে পারে।
এদিকে, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে এবং দুই দেশ নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। চলতি মাসের শেষদিকে মিলওয়াকিতে অনুষ্ঠিতব্য জি২০ বাণিজ্যমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের সময় মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে গোয়েলের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছরের আগস্টের ২৭.২০ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় চলতি বছরের আগস্টে ভারতের পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি কমে ২৬.৮৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। প্রথমবারের মতো ওই মাসে আমদানির তুলনায় রফতানি বৃদ্ধির হার বেশি হয়েছে।
জুলাই মাসের প্রায় ৩২ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতির তুলনায় ধারাবাহিক হিসাবেও আগস্টে ঘাটতি কমেছে। আগস্টে ভারতের পণ্য রফতানি ২৬.১২ শতাংশ বেড়ে ৪৩.১৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। একই সময়ে আমদানি ১৪.১ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৭২.৬৭ বিলিয়ন ডলার।
বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল জানান, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, পেট্রোলিয়াম পণ্য, রাসায়নিক এবং বস্ত্রের রফতানি বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিক রফতানিতে গতি এসেছে। আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিকসের দেশগুলি থেকে প্রধানত চাহিদা এসেছে।

ন্যাশনাল পপুলেশন এডুকেশন প্রজেক্টের জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত, দুই বিভাগেই প্রথম উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

উদয়পুর, ২২ সেপ্টেম্বর:এনসিইআরটির নির্দেশনা অনুযায়ী ন্যাশনাল পপুলেশন এডুকেশন প্রজেক্ট ২০২৬-এর আওতায় গোমতী জেলা ভিত্তিক জেলা স্তরেররোল প্লে ও ফোক ডান্স প্রতিযোগিতা-২০২৬অনুষ্ঠিত হলো। মঙ্গলবার উদয়পুরের রাজর্ষি হল নং---২-এ উৎসবমুখর পরিবেশে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পপুলেশন এডুকেশন ও অ্যাডোলেসেন্স এডুকেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, পাশাপাশি সৃজনশীলতা, সামাজিক মূল্যবোধ, দলগত কাজ এবং সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোই ছিল এই প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার, ডেপুটি ডিরেক্টর গৌরাঙ্গ শুক্ল দাস, ওএসডি বিষ্ণু দত্ত-সহ জেলা শিক্ষা দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মীরা। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রী, তাঁদের গাইড শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
প্রতিযোগিতার রোল প্লে বিভাগে মোট৭টি বিদ্যালয়এবং ফোক ডান্স বিভাগে১৩টি বিদ্যালয়অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি দল তাদের সৃজনশীলতা, বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা, অভিনয় ও নৃত্যশৈলীর মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও শিক্ষামূলক বার্তা তুলে ধরে।প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অপূর্ব দেব, ঝুমুর রানি দেব এবং বর্ণালী সাহা। এদিনের প্রতিযোগিতায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেউদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। রোল প্লে এবং ফোক ডান্সদুই বিভাগেই প্রথম স্থান অর্জন করে বিদ্যালয়টি।
রোল প্লে বিভাগে বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির পাঁচজন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। তাঁদের গাইড শিক্ষিকা ছিলেন পাপু মজুমদার। অন্যদিকে ফোক ডান্স বিভাগে অষ্টম ও নবম শ্রেণির মোট ছয়জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এই বিভাগেও প্রথম স্থান অর্জন করে বিদ্যালয়টি। ফোক ডান্স দলের গাইড শিক্ষক ছিলেন বর্ষা সাহা ও সুমিতা ভট্টাচার্য।
দুই বিভাগেই জেলা স্তরে প্রথম স্থান অর্জনের সুবাদে এবার রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় গোমতী জেলার প্রতিনিধিত্ব করবে উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। একই বিদ্যালয়ের দুই বিভাগে এই সাফল্যে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সফল ছাত্রছাত্রী, তাঁদের গাইড শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং প্রতিযোগিতার আয়োজক জেলা শিক্ষা দপ্তরকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতার জন্য ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে। নিজেদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে রাজ্য স্তরেও বিদ্যালয় ও গোমতী জেলার সুনাম তুলে ধরার লক্ষ্যেই তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে।আগামী দিনের প্রতিযোগিতার জন্য ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুতপা শূর, উপাধ্যক্ষ মনিদীপা মজুমদার এবং বিদ্যালয়ের সমগ্র শিক্ষক-শিক্ষিকা মহল।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন: ধলাই জেলায় বিধিনিষেধ আরোপ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন নিয়ে ভোটগ্রহণের জন্য পায়ে হেঁটে অথবা নিজেদের বাহন নিয়ে যারা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এসেছেন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের চত্বরে ভোটারদের লাইনে দাঁড়িয়েছেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উল্লেখ করা বৈধ পরিচয়পত্র সহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত বাহনে করে ভোট দেওয়ার জন্য আসা ব্যক্তি (ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার বাইরে), রুটিন সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারি, পুলিশ কর্মী।

সরকারি দায়িত্ব পালনে নিযুক্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, দিনের বেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জমায়েত, সরকারি অথবা বেসরকারি অফিসে রুটিন মাফিক কাজকর্ম চলা, যে কোনও গাড়ি এবং তাতে থাকা যাত্রীগণ (এই গাড়ি যাতে ভোটারদের আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত না হয়, তা সুনিশ্চিত করা), যে কোনও ধর্মীয়স্থানে প্রার্থনার জন্য সমবেত স্বাভাবিক ধর্মীয় জমায়েত, বিবাহ, জন্মদিনের অনুষ্ঠানের মতো সামাজিক কাজে ব্যবহৃত স্থানগুলি (এ ধরনের অনুষ্ঠানে নগদ অর্থ অথবা যে কোনও জিনিস যাতে কাউকে দেওয়া না হয় তা সুনিশ্চিত করা) ইত্যাদি।

এছাড়াও আদেশে বলা হয়েছে, সমস্ত বাজার, মান্ডি ধর্মীয় স্থানগুলিতে স্বাভাবিক ব্যবসা এবং লেনদেন অব্যাহত থাকবে। তবে এই জায়গাগুলিতে রাজনৈতিক অথবা অন্য কোনও কারণে কোনও জমায়েত করা যাবে না। এছাড়াও রিটার্নিং অফিসারের বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত নির্বাচন প্রার্থীর যানবাহন অথবা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত উপযুক্ত আধিকারিকের অনুমতিপ্রাপ্ত যে কোনও ধরনের যানবাহন এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবে। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিএনএস-এর ২০২৩ এর ২২৩ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা

● **প্রথম পাতার পর** ২৮ সেপ্টেম্বরের ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনের প্রস্তুতিও জোরকদমে চলছে। নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্পন্ন হল।

এদিকে, আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে খোয়াই জেলায় নির্বাচনী প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে বিভিন্ন ব্লকের স্ট্রং রুম ও কাউন্টিং সেন্টার পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক রজত পন্থ এবং জেলা পুলিশ সুপার ডি জগদীশ্বর রেড্ডি।

মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে খোয়াই জেলার পাঁচটি ব্লক এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ব্লকগুলি হল তুলাশিখর, পদ্মবিল, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া ও মুঙ্গিয়াকামি। এদিন দুপুরে তুলাশিখর ব্লকের অন্তর্গত ভারত সর্দারপাড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে তৈরি স্ট্রং রুম ও কাউন্টিং সেন্টার পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সিসিটিভি নজরদারি এবং অন্যান্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

পরিদর্শন শেষে জেলাশাসক রজত পন্থ জানান, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে জেলার প্রতিটি স্ট্রং রুম ও কাউন্টিং সেন্টার পরিদর্শন করা হচ্ছে। ভারত সর্দারপাড়া বিদ্যালয়ে তৈরি স্ট্রং রুম ও কাউন্টিং সেন্টারে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

অন্যদিকে, জেলা পুলিশ সুপার ডি জগদীশ্বর রেড্ডি জানান, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে গোটা জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। স্থানীয় টিএসআর বাহিনীর পাশাপাশি অতিরিক্ত পাঁচ কোম্পানি সিআরপিএফ জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

এদিনের পরিদর্শনের মাধ্যমে স্ট্রং রুম ও কাউন্টিং সেন্টারগুলির নিরাপত্তা এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি আরও একবার খতিয়ে দেখা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে বিলোনীয়া শহরে স্ট্রিট ফুড দোকানগুলিতে বিশেষ পরিদর্শন

● **আটের পাতার পর** পরিবেশনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের কাগজ ব্যবহার করতে দেখা যায়, যা খাদ্য নিরাপত্তায় অনুপযুক্ত। পরিদর্শনকারী দল সংশ্লিষ্ট স্ট্রিট ফুড বিক্রেতাদের স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বিষয়ে কঠোরভাবে নির্দেশ দেন।

খাদ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সংবাদপত্রের কাগজ ব্যবহার না করা, বর্জ্য ফেলার জন্য অবশ্যই ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন রাখা এবং খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি, খাদ্য বিক্রেতাদের বৈধ লাইসেন্স/নিবন্ধন সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলা এবং খাদ্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিরাপদ, মানসম্মত ও মেয়াদোত্তীর্ণ নয় এমন খাদ্যসামগ্রী ও উপকরণ ব্যবহার করার বিষয়ে সচেতন করা হয়।

জন বিরোধী ও উন্নয়ন

● **প্রথম পাতার পর** নির্বাচনই স্থানীয় স্তরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও তৃণমূল পর্যায়ের নির্বাচন। এই নির্বাচনের প্রক্রিয়াও অত্যন্ত জটিল। তিনি বলেন, এর আগে টিটিএএডিসি নির্বাচনে তিনটি দল পৃথকভাবে লড়াই করেছিল। সেটিও ছিল দলের কৌশলের অংশ। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। বিজেপি, তিপ্রা মথা ও আইপিএফটি যৌথভাবে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রতনলাল নাথ বলেন, তিনটি দলই রাজ্য সরকারের অংশ এবং সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তারা একসঙ্গে কাজ করছে। আসন সমঝোতার পরও বিভিন্ন জায়গায় কিছু সমস্যা বা ঘাটতি রয়েছে। সেই বিষয়গুলি চিহ্নিত করে সমাধানের লক্ষ্যেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল, যারা এনডিএ জোটের বিরোধী, তারা যে দলই হোক না কেন কংগ্রেস, সিপিআই(এম) বা অন্য কোনও দল যারা এনডিএর বিরুদ্ধে রয়েছে এবং যারা রাজ্যের উন্নয়ন চায় না, তাদের যেন একটি আসনও না মেলে, একটি ভোটও না মেলে। মন্ত্রী বলেন, কেউ পুঁজিবাদে বিশ্বাস করেন, কেউ কমিউনিজমে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এনডিএ জোট সাধারণ মানুষের উন্নয়ন এবং সমাজের শেষ সারির মানুষের কল্যাণকে গুরুত্ব দেয়।

তিনি বলেন আমরা কোনও নির্দিষ্ট মতাদর্শের মধ্যে সীমাবদ্ধ নই। আমাদের লক্ষ্য হল সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করা। তাই এই নির্বাচনে আমাদের প্রধান লক্ষ্য যারা মানুষের স্বার্থ ও রাজ্যের উন্নয়নের বিরোধী, তারা যেন কোনওভাবেই জনগণের সমর্থন না পায়।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সহ সভাপতি তাপস ভট্টাচার্য , আইপিএফটি-র তরফে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, তিপরা মথার বিধায়ক পল ডাংসু, এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা এমডিসি হলিউড চাকমা মহোদয়। বৈঠকে বিজেপি, আইপিএফটি ও তিপরা মথার অন্যান্য জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্বরাও উপস্থিতি ছিলেন।

শ্রমিকদের বোনাস-অনুদান দ্রুত

● **প্রথম পাতার পর** কার্যালয়ের সামনে থেকে শ্রমিকদের মিছিল বের হয়। পরে মিছিলটি শ্রম কমিশনারের দপ্তরে গিয়ে গণডেপুটেশন প্রদান করে।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিআই(এম) নেতা মানিক দে, সিআইটিইউ নেতা শংকর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষ।

সিপিআই(এম) নেতা মানিক দে বলেন, পুজোর আগে শ্রমিকদের বোনাস ও এক্সগ্রেশিয়া প্রদানের দাবি সিআইটিইউ দীর্ঘদিন ধরেই জানিয়ে আসছে। তাঁদের দাবি, বোনাস আইনের আওতাভুক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি যেসব শ্রমিক বোনাস আইনের আওতায় পড়েন না, তাঁদেরও পুজোর আগে এক্সগ্রেশিয়া বা উৎসব অনুদান দিতে হবে।

তিনি অভিযোগ করেন, দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিকদের আয় সেই অনুপাতে বাড়ছে না। চিনি, সর্ষের তেল, ডাল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রীর দাম বৃদ্ধির কারণে শ্রমজীবী মানুষের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। রেশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষ পর্যাপ্ত সামগ্রী পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করা হয়।

চা-বাগানের শ্রমিকদের প্রসঙ্গে তিনি জানান, গত বছর অনেক চা-বাগানে প্রায় ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়েছিল। এবার উৎপাদন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত বোনাস দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমকোড নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, নতুন শ্রমকোডের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী এই শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়।

তিনি জানান, পুজোর অন্তত ২০ দিন আগে শ্রমিকদের বোনাস ও এক্সগ্রেশিয়া প্রদানের বিষয়ে চুক্তি সম্পন্ন করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি না, শ্রম দপ্তরকে তা তদারকি করতে হবে। কোনও শ্রমিক নির্ধারিত বোনাস বা অনুদান না পেলে বিষয়টি শ্রমিক সংগঠনের নজরে আনার পাশাপাশি সরাসরি শ্রম দপ্তরে অভিযোগ জানানোর আহ্বানও জানানো হয়।

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের

● **প্রথম পাতার পর** এক নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহরের বিধায়ক বিরজিত সিনহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য সুশান্ত চক্রবর্তী, কংগ্রেস নেতা রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, তিন কুমার দারলং, সুরাইয়া দারলং, লইসিমা দারলং, রুনু মিয়াসহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। সভায় ২৫ জন কংগ্রেস প্রার্থীর পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে হীরাছড়া, দেওরাছড়া ও ঊনকোটিএই তিনটি এডিসি ভিলেজ রয়েছে। তিনটি ভিলেজের মোট ২৫টি আসনেই বিজেপি, কংগ্রেস, তিপ্রা মথা ও সিপিআইএমের মধ্যে চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বলে কংগ্রেসের দাবি। এই নির্বাচনী লড়াইয়ের মধ্যেই বিরজিত সিনহার 'গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড' সমর্থনের বক্তব্য রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি ও সিপিআইএমের তীব্র সমালোচনা করেন বিরজিত সিনহা। তাঁর দাবি, ২০১৬ সালে রাজ্যের এডিসি এলাকায় ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও তৎকালীন বাম সরকার সেই নির্বাচন করেনি। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরও দীর্ঘ সময় ধরে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বিরজিতের দাবি, শেষ পর্যন্ত প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার পর আদালতের নির্দেশেই রাজ্যে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, সিপিআইএম এবং বিজেপিকোনও দলই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে আন্তরিক ছিল না। প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন মামলা না করলে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতো না বলেও দাবি করেন তিনি।

এদিন সিপিআইএমের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ তোলেন কংগ্রেস বিধায়ক। তাঁর দাবি, রাজ্যের উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উদ্যোগের সময়ও তৎকালীন বাম সাংসদদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, কংগ্রেসের ভূমিকা ছাড়া এডিসির উন্নয়ন সম্ভব হতো না।

তবে এদিনের জনসভায় বিরজিত সিনহার মুখে প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মনের 'গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড' দাবির সরাসরি সমর্থনই রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে বেশি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর এই অবস্থান কি শুধুই একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে সমর্থন, নাকি ভবিষ্যতে তিপ্রা মথার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিততা নিয়ে এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

আমার মূর্তি, আমার অভিমান' কর্মসূচিতে

● **আটের পাতার পর** সৌন্দর্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত প্রতিমাগুলি চিহ্নিত করে সেগুলি যথাযথভাবে সংগ্রহ করা হয়।

পরবর্তীতে সংগৃহীত প্রতিমাগুলিকে দশমী ঘাটে নিয়ে গিয়ে ধর্মীয় রীতি মেনে বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে এই কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিত্যক্ত প্রতিমাগুলির সম্মানজনকভাবে বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনই শহরের পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ রক্ষার বার্তাও তুলে ধরা হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি অরিন্দম দেব-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

বাপ্পি দাসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

● **আটের পাতার পর** এদিকে, বাপ্পি দাসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের পর এবার বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন গ্রামবাসীরা। দ্রুত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নেওয়া হলে প্রয়োজনে বিশ্রামগঞ্জ থানা ঘেরাও করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক ও

● **প্রথম পাতার পর** সম্পর্ক চায় ভারত। বর্তমানে যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলি রয়েছে, তার মধ্যেই সমস্ত দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমরা প্রস্তুত। এটাই আমাদের অবস্থান।"

নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং তাঁর প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কি না, সে বিষয়ে অবশ্য কোনও তথ্য নেই বলে জানান জয়সওয়াল।

তিনি বলেন, "রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিদেশমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করবেন কি না, সে বিষয়ে এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই। এ ধরনের কোনও অগ্রগতি হলে অবশ্যই জানানো হবে।"

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের উচ্চপর্যায়ের সপ্তাহে ভারতের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন জয়শঙ্কর। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তাঁর ভাষণ দেওয়ার কথা। পাশাপাশি, সফরকালে একাধিক বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও তাঁর অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

এদিকে, চলতি মাসে বাংলাদেশের নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। গত সপ্তাহে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদি আমিনের সঙ্গে বৈঠকে শিক্ষা, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি।

ভারতীয় হাইকমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৈঠকে ভারত ও বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে দৃঢ় যোগাযোগের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

বাংলাদেশের বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটনমন্ত্রী রশিদুজ্জামান মিল্লাতের সঙ্গেও বৈঠক করেন ত্রিবেদী। সেখানে বিমান যোগাযোগ এবং বিমানপথে পণ্য পরিবহণের পরিকাঠামো আরও উন্নত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশের জলসম্পদমন্ত্রী শহিদউদ্দিন চৌধুরী আনির সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি।

এছাড়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নীতি ও কৌশল বিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানের সঙ্গেও পৃথক বৈঠক করেন ভারতের হাইকমিশনার। বৈঠক সম্পর্কে ভারতীয় হাইকমিশন জানিয়েছে, দুই দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশ একসঙ্গে কাজ করে যাবে বলে উভয় পক্ষই আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।

আগরতলাকে আরও উন্নত

● **প্রথম পাতার পর** ও কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানের আগে মুখ্যমন্ত্রী হাওড়া রিভারফ্রন্টের নবনির্মিত এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের বিভিন্ন পরিকাঠামো, নাগরিক সুবিধা, নদীর তীর সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যায়নের কাজ ঘুরে দেখেন তিনি এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছ থেকে প্রকল্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্টিল ব্রিজ থেকে দশমীঘাট পর্যন্ত প্রায় ১,৭০০ মিটার দীর্ঘ অংশকে আধুনিক রিভারফ্রন্ট হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। নদীতীরের স্থায়িত্ব ও সুরক্ষার জন্য গ্যাবিয়ন ওয়াল, মাইক্রো পাইল, জিও টেক্সটাইল ও টো ওয়াল-এর মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায় ৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচ বছরের অ্যানুয়াল মেইনটেন্যান্স কন্ট্রাক্ট-এর ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

নাগরিকদের সুবিধার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রিভারফ্রন্টে রয়েছে ওয়াকিং পাথ, সাইকেল লেন, ভিউয়িং ডেক, এলিভেটেড ওয়াকওয়ে, ওপেন জিম, যোগা স্পেস এবং জিপলাইন-এর মতো বিভিন্ন সুবিধা। শিশুদের জন্য প্লেগ্রাউন্ড, পাখিদের জন্য বার্ড অ্যাভিয়ারি, নেচার ট্রেইল, ফুড প্লাজা, আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট ভিলেজ-সহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক ও সামাজিক পরিসরও তৈরি করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য গোটা এলাকায় সিসিটিভি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা সিটি কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল সেন্টার-এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হবে। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য রিভারফ্রন্ট খোলা থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এই প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো হাওড়া নদী ও তার তীর সংরক্ষণ। নদী ভাঙন ও জলাবদ্ধতার সমস্যা মোকাবিলার পাশাপাশি নদীর পরিবেশ রক্ষা এবং শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। খেলাধুলা, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের পাশাপাশি নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি ও সুস্থ জীবনযাপনের পরিবেশ গড়ে তুলতেও এই রিভারফ্রন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সরকারের তৈরি করা এই পরিকাঠামোকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখা নাগরিকদেরও দায়িত্ব। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে রিভারফ্রন্ট ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তিনি শহরবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলাকে আরও উন্নত, সবুজ, পরিচ্ছন্ন, আধুনিক ও বাসযোগ্য শহর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভারত, উন্নত ভারত এবং উন্নত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন। হাওড়া রিভারফ্রন্ট প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, আধিকারিক, কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে তিনি অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, হাওড়া রিভারফ্রন্ট শুধু একটি সৌন্দর্যায়ন প্রকল্প নয়, এটি হাওড়া নদীকে সংরক্ষণ করে আগরতলা শহরের জন্য একটি নতুন জনপরিসর তৈরির গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে বলে তিনি জানান। নদীতীরের ৩৭টি পরিবারকে রাধানগরে পুনর্বাসন দেওয়ার বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁদের পাকা ঘর, স্থানান্তর খরচ এবং জীবিকার সহায়তার জন্য নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও মেয়র তুলে ধরেন। নবনির্মিত রিভারফ্রন্টের সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে নাগরিকদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে হাওড়া রিভারফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের উদ্যোগে আয়োজিত একটি রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ। তাঁরা রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন এবং এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিনা রাণী সরকার, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব তথা অন্যান্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, পুরনিগমের কমিশনার সাজু বাহিদ এ, আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জি. নায়েক প্রমুখ।

৭৪ কোম্পানী কেন্দ্রীয় বাহিনী

● **প্রথম পাতার পর** টহলদারি চালিয়ে যাওয়া জরুরি। বিশেষ করে জনবহুল এলাকাগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর টহল অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে এবং ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতেই এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

অনলাইন কন্টেইনার

● **প্রথম পাতার পর** সিরাপের কালোবাজারি মূল্য আনুমানিক ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বলে জানিয়েছেন চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ। এই ঘটনায় কন্টেইনার গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত চালকের নাম বিপ্লব দাস। তাঁর পিতার নাম বিজন দাস। তিনি শ্রীভূমি জেলার বাজারীছড়া থানার অন্তর্গত রাধাপিয়ারী গ্রামের বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া নেশার সামগ্রী এবং গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত চালকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হবে। এই নেশার সামগ্রী কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অনলাইন পণ্য পরিবহনের আড়ালে নেশার সামগ্রী পাচারের এই ঘটনায় ফের চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সীমান্তবর্তী চুরাইবাড়ি এলাকায়।

পুজোর আগ বকেয়া বিলের

● **প্রথম পাতার পর** বকেয়া হিসাব দেওয়া হলেও মাত্র ২৭ কোটি টাকা পাওয়া গেছে বলে দাবি ঠিকাদারদের।

এই পরিস্থিতিতে আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন বহু ঠিকাদার। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন বিল না পাওয়ায় ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ চালানো, পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা এবং বৃদ্ধ বাবা-মায়ের চিকিৎসার খরচ বহন করাও কঠিন হয়ে পড়েছে। পাওনাদারদের চাপের পাশাপাশি শ্রমিকদের পাওনা মেটাতে না পারায় তাঁরাও ঠিকাদারদের বাড়িতে এসে টাকা চাইছেন বলে অভিযোগ।

ঠিকাদারদের একাংশ ইতিমধ্যেই নির্বাহী বাস্তুকারের দপ্তরে গিয়ে পুজোর আগে বকেয়া বিল না পেলে আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছেন বলে জানা গেছে। যদিও সম্প্রতি কিছু অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় তাঁরা সাময়িকভাবে স্বস্তি পেলেও, নতুন করে কার্যস্থল পরিদর্শনের নির্দেশ ঘিরে তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

ঠিকাদারদের অভিযোগ, তাঁদের অধিকাংশ প্রকল্পের কাজ প্রায় দু'বছর আগেই ১০০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পগুলিতে ইতিমধ্যেই জল সরবরাহ শুরু হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিকবার পরিদর্শন হয়েছে বলেও দাবি তাঁদের। দিল্লি থেকে জলশক্তি মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের পরিদর্শন, জিও-ট্যাগিং, জেলা প্রশাসনের পরিদর্শন এবং অনলাইনে বিভিন্ন রিপোর্ট আপলোডের পরও নতুন করে সাইট পরিদর্শনের নির্দেশ কেন দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ঠিকাদাররা।

তাঁদের আরও দাবি, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে এক লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের কাজের ক্ষেত্রে চলতি কাজের ভিত্তিতে অর্থ প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। অথচ কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার প্রায় দু'বছর পর অর্থ আসার পরও নতুন করে পরিদর্শনের কারণে বিল আটকে রাখা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

ঠিকাদারদের বক্তব্য, একটি প্রকল্প শুরু হওয়ার পরই তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পরিদর্শন, জিও-ট্যাগিং এবং অনলাইনে তথ্য আপলোড করা হয়। পাশাপাশি জাতীয় জল জীবন মিশনের অডিট এবং পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনও হয়ে থাকে। যে প্রকল্পগুলিতে বর্তমানে মানুষ পানীয় জল ব্যবহার করছেন, পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ নেই এবং প্রকল্প পরিচালনার জন্য অপারেটরও নিয়োগ করা হয়েছে, সেই কাজের বিলের জন্য ফের সাইট পরিদর্শনের নির্দেশে তাঁরা বিস্মিত।

অন্যদিকে, সূত্রের খবর, বরাদ্দ অর্থ দ্রুত খরচ দেখাতে পারলে পরবর্তী পর্যায়ে আরও অর্থ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব মজুমদার সমস্ত নির্বাহী বাস্তুকারকে আগামী সাত দিনের মধ্যে বরাদ্দ অর্থ খরচ করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। সম্প্রতি কুমারঘাটেও তিনি পুজোর আগে অর্থ আনার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন বলে সূত্রের দাবি।

তবে ঠিকাদারদের আশঙ্কা, বর্তমান গতিতে সাইট পরিদর্শন চলতে থাকলে পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে আরও প্রায় দু'মাস সময় লাগতে পারে। ফলে পুজোর আগে বকেয়া অর্থ পাওয়া নিয়ে তাঁরা অনিশ্চয়তায় রয়েছেন। ঠিকাদারদের দাবি, প্রকল্পের কোনও ত্রুটি বা ভুল ধরা পড়লে দপ্তরের হাতে এখনও বড় অঙ্কের অর্থ আটকে রাখার সুযোগ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাজ হয়ে যাওয়ার পরও নতুন করে পরিদর্শনের মাধ্যমে বিল আটকে রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

এদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় জল জীবন মিশনের অর্থ বরাদ্দ নিয়ে বিক্ষোভ ও অসন্তোষের খবরও সামনে আসছে। সিপাহিজলা জেলার ঠিকাদারদের প্রশ্ন, দীর্ঘদিন পর বরাদ্দ হওয়া অর্থের পরিমাণ যেখানে বকেয়ার তুলনায় অত্যন্ত কম, সেখানে দ্রুত বিল মিটিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে যদি নতুন করে পরিদর্শন প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাহলে তাঁদের আর্থিক দুর্দশা আরও বাড়বে।

পুজোর আগে বকেয়া বিল মেটানো না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ঠিকাদাররা। তাঁদের আত্মহত্যার হুঁশিয়ারি ঘিরে এখন প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরা।

তালা ভেঙে চুরি, নগদ ২ লক্ষ

● **প্রথম পাতার পর** রয়েছে। ঘরে ঢুকে তিনি দেখেন, বিভিন্ন সামগ্রী এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে। এরপর একটি সুকেশের তালাও ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান তিনি।

সুকেশ খুলে দেখতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। সেখানে রাখা নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার আর নেই। পূর্ণিমা দেবনাথের অভিযোগ, বাড়িতে রাখা প্রায় ২ লক্ষ টাকা নগদ এবং স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। কয়েক ঘণ্টার জন্য বাড়ির বাইরে গিয়েই এমন চুরির ঘটনায় কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। পুলিশ বাড়িটি পরিদর্শন করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে তালা ভেঙে চোরেরা বাড়িতে প্রবেশ করল এবং কারা এই চুরির সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামপ্রধান রঞ্জন শর্মা। তিনি বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

জনবসতিপূর্ণ এলাকায় দিনদুপুরে বাড়ির তালা ভেঙে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় এলাকার নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ক্ষতিগ্রস্ত গৃহবধূর দাবি, পুলিশ দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার পাশাপাশি চুরি যাওয়া টাকা ও স্বর্ণালংকার উদ্ধারের ব্যবস্থা করুক। রাধাকিশোরপুর থানার তদন্তে এই চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কত দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হয়, এখন সেদিকেই নজর এলাকাবাসীর।

বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক

● **প্রথম পাতার পর** গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, কন্যা, জামাতা ও নাতনিসহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও পরিজন রেখে গেছেন।

ক্রীড়াঙ্গন

আগামীকাল থেকে ত্রিপুরা ভলিবল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি : প্রস্তুতি চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরাসুন্দরী ভলিবল ফাউন্ডেশন ও ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মর্য্যাদাপূর্ণ 'ত্রিপুরা ভলিবল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি''। এই রাজ্যভিত্তিক বিশাল টুর্নামেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানাতে মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরাসুন্দরী ভলিবল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিমান দেব, সহ-সভাপতি অমলেন্দু নাথ এবং অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মণীশ দেবনাথ। সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তারা জানান যে, তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করা এবং রাজ্যে ভলিবল খেলার মান উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। এবারের এই টুর্নামেন্টে মোট ১০টি দল অংশগ্রহণ করছে। টুর্নামেন্ট পরিচালনায় থাকবেন জাতীয় স্তরের রেফারিরা এবং খেলায় উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা। আগামী ২৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামে ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। ক্রীড়ামোদী সকলকে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এমেচার বক্সিং অ্যাসো-র বিশেষ সাধারণ সভা আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। আগামীকাল, বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রিপুরা এমেচার বক্সিং এসোসিয়েশনের এক বিশেষ সাধারণ সভা। সভাটি খোয়াই জেলার খোয়াই টাউনে সংস্থার রাজ্য কমিটির সভাপতির বাসভবনে আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় কার্যকারী কমিটির সকল সম্মানিত সদস্য ও সদস্যাকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত আহ্বান জানানো হয়েছে। সময়ের গুরুত্ব বজায় রেখে সবাইকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা হয়েছে। যে সকল সদস্য বা সদস্যা সশরীরে উপস্থিত হতে সক্ষম হবেন না, তাঁদের সুবিধার্থে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে হোয়াটসঅ্যাপ/অনলাইন গ্রুপে এর লিঙ্ক প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক সমীর সাহা এক বার্তার মাধ্যমে এই সভার বিষয়ে অবহিত করে সকলের সহযোগিতা ও সক্রিয় উপস্থিতি কামনা করেছেন।

আসন্ন জাতীয় গেমসের প্রস্তুতি ও ভারতীয় দলের সংবর্ধনা : পর্যবেক্ষণ সফরে যৌথ প্রতিনিধি দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন জাতীয় গেমসকে সামনে রেখে ক্রীড়া পরিকাঠামো ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে জাপানে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সফর সম্পন্ন করেছে বিশেষ প্রতিনিধি দল। মেঘালয় সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে আয়োজিত হতে চলা এই মেগা ইভেন্টের রূপরেখা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে এই দল। মেঘালয়ের ক্রীড়ামন্ত্রী ওয়াইল্যাডমিকি শাইল্লা এবং উত্তর-পূর্ব স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সেকেণ্ডারি জেনারেল ও মেঘালয় রাজ্য অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সভাপতি জন এফ. খার্সিয়াং-এর নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে এই প্রতিনিধি দলটি গঠিত হয়। এই প্রতিনিধি দলে সমন্বয়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়। বর্তমানে জাপানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার উচ্চমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো পরিদর্শন করে ভবিষ্যতের জন্য তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

একই সাথে, জাপানের সুকুভা শহর থেকে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়ের সৌজন্যে এক বিশেষ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাপান থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানানো হয়েছে, নাগয়া থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে সুকুভাতে এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় জুডো দলের নিবিড় প্রশিক্ষণ শিবির চলছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে তৈরি হচ্ছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। এই দূরবর্তী ভার্চুয়াল সংযোগের মাধ্যমে রাজ্যের ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে জুডো দলের অ্যাথলিটদের সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ ঘটে।

ভার্চুয়াল সভায় ত্রিপুরার রত্ন ও ভারতীয় জুডো দলের প্রতিশ্রুতিমান জুডোকা অস্মিতা দে-কে আগামী দিনের প্রতিযোগিতার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাফল্য কামনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিতি থেকে শুভকামনা জানান রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী পদ্মশ্রী ড. দীপা কর্মকার, অ্যাডভাইজারি বোর্ডের চেয়ারম্যান রতন সাহা এবং কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্য-সদস্যাবৃন্দ। উল্লেখ্য, জাপানে প্রশিক্ষণের পর ভারতীয় জুডো দলটি পরবর্তী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে সরাসরি আজারবাইজানের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রেরিত এক প্রেস বিবৃতিতে এই খবরের কথা জানানো হয়েছে।

'শামিকে দলে না রাখার কারণ বুঝতে পারছি না' প্রাক্তন নির্বাচকের নিশানায় জাতীয় নির্বাচকরা

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগর। অথচ সেই মহম্মদ শামিই এখন জাতীয় দলের বাইরে। বয়স ৩৬ পেরিয়েছে। চোট-পরবর্তী প্রত্যাবর্তনের পর ঘরোয়া ক্রিকেটেও নিয়মিত খেলছেন। তবু ভারতীয় দলে 'ব্রাত্য' তারকা পেসার। তা হলে কি ধীরে ধীরে নির্বাচকদের ভাবনা থেকে মুছে যাচ্ছেন শামি? ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলেও জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ পেসারের। এই পরিস্থিতিতে শামির পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক দিলীপ বেঙ্গসরকার। তিনি মনে করেন কিউয়িদের বিরুদ্ধে পরের টেস্ট সিরিজে শামিকে অবশ্যই সুযোগ দেওয়া উচিত।

২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পর আর জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা যায়নি তাঁকে। জাতীয় দলে জায়গা না পেলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে উজ্জ্বল 'সাহসপুর এক্সপ্রেস'। প্রায় দেড় দশক পর ইস্ট জোনের দলীপ ট্রফি জয়ের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাঁর। এই পরিস্থিতিতে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বেঙ্গসরকার বলেন, "শামিকে এত দিন ভারতীয় দলের বাইরে রাখা হয়েছে কেন, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। ঘরোয়া ক্রিকেট হোক বা আন্তর্জাতিক মঞ্চ, ও যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করেছে। শামি মানসম্পন্ন বোলার এবং ভারতীয় দলের জায়গা পাওয়ার দাবি রাখে।"

জশপ্রীত বুমরাহর মতো একাধিক ভালো পেসার দলে থাকলেও শামির অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় বলেই মনে করেন বেঙ্গসরকার। তাঁর কথায়, "বুমরাহর মতো আরও কয়েকজন ভালো বোলার দলে রয়েছেন ঠিকই। কিন্তু শামির মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকেও বাইরে রাখা উচিত নয়।" শামির ম্যাচ ফিটনেস নিয়েও পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক। তাঁর মতে, নিয়মিত ম্যাচ খেললেই শামির ফিটনেস আরও ভালো থাকবে। তিনি বলেন, "নিয়মিত বল করলে শামির ফিটনেস আরও ভালো জায়গায় থাকবে। কাজের চাপের কথা বলে ওকে ম্যাচের বাইরে রাখার যুক্তির সঙ্গে আমি সহমত নই। ফিটনেস ধরে রাখতে হলে ম্যাচ খেলতে হবে। পাশাপাশি নেটেও যত বেশি সম্ভব বল করা দরকার।"

কেবল শামি নন, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে জম্মু-কাশ্মীরের পেসার আকিব নবিকেও সুযোগ দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন বেঙ্গসরকার। গত রনজি ট্রফিতে জম্মু-কাশ্মীরের ঐতিহাসিক সাফল্যের পিছনে আকিবের অবদানের কথা তুলে ধরেছেন তিনি। বেঙ্গসরকার বলেন, "নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে শামিকে দলে রাখা উচিত। কেন ওকে বাইরে রাখা হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছি না। একই ভাবে আকিব নবির কথাও বলতে হবে। জম্মু-কাশ্মীরের হয়ে ও অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছে। রনজিতে দলের সাফল্যে ওর বড় ভূমিকা ছিল।"

তিনি আরও বলেন, "রনজি ট্রফিতে ভালো পারফরম্যান্সও যদি ভারতীয় দলে নির্বাচনের মাপকাঠি না হয়, তা হলে এই প্রতিযোগিতায় ক্রিকেটারদের খেলার প্রয়োজনটাই বা কী? ওরা পরিশ্রম করছে। দলকে জেতাচ্ছে। উইকেটও নিচ্ছে। তার পরেও যদি জাতীয় দলে সুযোগ না আসে, তা হলে রনজি ট্রফিতে খেলে সময় এবং পরিশ্রম নষ্ট করার অর্থ কী? সেক্ষেত্রে বরং রনজি ট্রফিই বন্ধ করে দেওয়া উচিত।" ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নিজেদের পছন্দ জানিয়ে দিয়েছে। বোর্ড স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছে যে, ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে ওপেনিংয়ে শুভমন গিলের সঙ্গে রোহিত শর্মাকেই দেখতে চাইছে তারা। তবু এক ওপেনারকে তৈরি রাখার পরামর্শ দিলেন ইরফান পাঠান। তাঁর মতে, যশস্বী জয়সবালকে তৈরি করে রাখা উচিত ভারতের।

সামনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের এক দিনের সিরিজ রয়েছে ভারতের। সেখানে বিকল্প ক্রিকেটারদের দেখে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করেন পাঠান। তিনি বলেন, "এটা তো প্রধান দল নয়। বুমরাহ, শ্রেয়স, অক্ষর, ওয়াশিংটনেরা এশিয়ান গেমসের জন্য খেলছে না। বিশ্বকাপের আগে বেশি ম্যাচ পাওয়া যাবে না। এই কয়েকটা ম্যাচের মধ্যেই বেঞ্চকে পরখ করে নিতে হবে।"

পাঠানের মতে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ ও এশিয়ান গেমস একসঙ্গে হওয়ায় শাপে বর হয়েছে ভারতের। তিনি বলেন, "দুটো প্রতিযোগিতা একসঙ্গে হওয়ায় ভাল হয়েছে। বাকিরাও সুযোগ পাবে। আমার নজর থাকবে যশস্বীর দিকে। পরের বছর বিশ্বকাপে ও নিশ্চয় বিকল্প ওপেনার হিসাবে থাকবে। কিন্তু যদি ওকে খেলতে হয়, তা হলে তার আগে ওকে পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। না হলে ও তৈরি থাকবে না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে সেই সুযোগ রয়েছে।"

কিন্তু এই সিরিজে তো রোহিত ও শুভমনও রয়েছেন। পাঠানের মতে, দলের ব্যাটিং অর্ডারে বদল করেও যশস্বীকে খেলানো যেতে পারে। এমন যেন না হয়, বিশ্বকাপে নামার আগে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় তিনি পেলেন না। পাঠান বলেন, "কী ভাবে ওকে খেলানো যায় সেটা দলকে ভাবতে হবে। তবে আমার মনে হয়, এই সিরিজেই ওকে খেলানোর সেরা সুযোগ। ব্যাটিং অর্ডারে বদল করে হতে পারে। যে ভাবেই হোক, এই সিরিজে আমি যশস্বীকে দেখতে চাই।"

পরের বছর দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ার মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপ। সেখানকার পিচ উপমহাদেশের থেকে অনেক কঠিন। বিশেষ করে পেসারদের বিরুদ্ধে ব্যাটারদের সমস্যা হতে পারে। তাই বিশ্বকাপে নামার আগে ব্যাটারদের ক্রিজে যতটা সময় সম্ভব কাটানো উচিত। সেই কারণেই যশস্বীকে প্রথম একাদশে দেখতে চাইছেন পাঠান।

সাইক্লোহলিক্স আয়োজিত ঐক্য সাইক্লিং র‍্যালি ও বৃক্ষরোপণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হলো এক বর্ণাঢ্য ঐক্য সাইক্লিং র‍্যালি ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। ''আগরতলা সাইক্লোহলিক্স ফাউন্ডেশন''-এর উদ্যোগে এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের বিশেষ সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে জাতীয় সংহতি, সুস্থ জীবনযাপন এবং পরিবেশ সচেতনতার সুনির্দিষ্ট বার্তা তুলে ধরা হয়। জাতীয় পতাকা, বল্লভভাই প্যাটেলের ছবি এবং পরিবেশ সচেতনতামূলক বিভিন্ন বার্তা সংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে প্রায় ১০০ জন সাইক্লিস্ট শহরের রাস্তায় নেমে এক উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি করেন। সোমবার সকালে আগরতলা উইমেন্স কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সুবিশাল সাইকেল র‍্যালির সূচনা হয়। কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমতী সঞ্চিতা রিয়াং এবং টিআইটি কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক ড় ধনঞ্জয় দে। র‍্যালির পাশাপাশি উইমেন্স কলেজ চত্বরে এক বিশেষ বৃক্ষরোপণ অভিযানেরও ব্যবস্থা করা হয়, যেখানে সাইক্লিস্টরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ রোপণ করেন। সক্রিয় নাগরিকত্ব গ্রহণ এবং প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। কর্মসূচি শেষে অংশগ্রহণকারী সাইক্লিস্টদের অসামান্য উৎসাহ ও সামাজিক অবদানকে সম্মান জানাতে তাঁদের হাতে স্মারক পানীয় জলের বোতল, মানপত্র (শংসাপত্র) এবং বিশেষ ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তাঁদের জন্য পুষ্টিকর জলখাবারেরও আয়োজন ছিল। খেলাধুলা ও সাইক্লিংয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন গড়ে তোলা এবং দৈনিক যাতায়াতে পরিবেশবান্ধব মাধ্যম ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

এশিয়াডে ফের হাতছাড়া সোনা! শুটিংয়ে দলগত বিভাগে রুপো জয় ভারতের

এশিয়ান গেমসে শুটিং থেকে একের পর এক পদক আসছে ভারতের ঝুলিতে। সোমবার পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দলগত বিভাগে রুপো জিতল ভারত। হিমাংশু ধিলন, পার্থ মানে এবং রুদ্রাঙ্ক্ষ পাটিলের হাত ধরে এল এই পদক। চলতি এশিয়াডে ভারতের পদকসংখ্যা বেড়ে হল ৩। তিনটিই রুপো।

৬০ শটের কোয়ালিফিকেশনে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন রুদ্রাঙ্ক্ষ। ৬৩১.৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হন। হিমাংশু ৬৩০ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম এবং পার্থ ৬২৮.৩ পয়েন্ট নিয়ে পরের দিকে শেষ করেন। তিন জনের সম্মিলিত স্কোর দাঁড়ায় ১৮৯০.১। সোনা অবশ্য হাতছাড়া হয় ভারতের। ১৮৯৯.০ পয়েন্ট তুলে বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জিতে নেয় চিন। ১৮৮৪.২ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ দক্ষিণ কোরিয়ার।

১০ মিটার এয়ার রাইফেলের দলগত বিভাগে এটি রুদ্রাঙ্ক্ষের দ্বিতীয় এশিয়াড পদক। হ্যাংঝৌয়ে ২০২৩ সালের আসরে এই ইভেন্টেই সোনা জিতেছিলেন তিনি। কেবল দলগত ইভেন্টেই নয়, ব্যক্তিগত ইভেন্টেও ভারতের আশার আলো রুদ্রাঙ্ক্ষ ও হিমাংশু। কোয়ালিফেকশন পর্বে প্রথম আটে থাকায় দু'জনেই ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। রুদ্রাঙ্ক্ষ তৃতীয় এবং হিমাংশু সপ্তম হয়ে যোগ্যতা অর্জন করেন।

রবিবারও শুটিং থেকেই এসেছিল ভারতের জোড়া রুপো। এশিয়ান গেমসে প্রথম পদক ঘরে তুলেছিল ভারত। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের দলগত বিভাগে রুপো জিতেন এলাভেনিল ভালারিভান, সোনম মাসকার ও বিদর্সা বিনোদ। পরে এলাভেনিল ব্যক্তিগত ইভেন্টেও রুপো জেতেন। অল্পের জন্য রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় ভারতকে। ১৯০৪.২ স্কোরে সোনা জেতে চিন। সেখানে ভারতের পয়েন্ট ১৮৯৮। এলাভেনিল ভালারিভান ৬৩৩.৫ পয়েন্ট পেয়ে ব্যক্তিগত ইভেন্টে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিলেন। সেখানেও রুপো জিতেছিলেন। এটাই তাঁর প্রথম এশিয়াড পদক।

২০১৮ সালের জাকার্তা এশিয়াডে ১৯ বছর বয়সে অংশ নিয়েও ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ফাইনালে উঠতে পারেননি। গত বছর শিমকেন্টে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ২৫৩.৬ পয়েন্ট তুলে এশীয় রেকর্ড গড়েছিলেন এলাভেনিল। ২০২৬ সালে নয়াদিল্লিতে সেই খেতাবও ধরে রাখেন তিনি। গত এশিয়াডে ভারতীয় শুটারেরা মোট ২২টি পদক জিতেছিলেন। এরমধ্যে ৭ সোনা, ৯ রুপো এবং ৬ ব্রোঞ্জ। এবারও ভারতকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন শুটাররা।

বয়স মাত্র ১৩। কিন্তু পুলে নামার পর তাকে দেখে মনে হল বহুযুদ্ধের নায়িকা। কথা হচ্ছে চিনের কিশোরী সাঁতারু যু জিডির। এশিয়ান গেমসে অভিষেকেই সোনা জিতেছে এই 'খুদে বিস্ময়'। কেবল তা-ই নয়। মেয়েদের ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে গড়ে ফেলেছে নতুন গেমস রেকর্ডও।

টোকিওয় রবিবার ২০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ের ফাইনালে ২ মিনিট ৫.০৮ সেকেন্ডে সাঁতার শেষ করে সোনার পদক জিতে নেয় জিডি। এই ইভেন্টে আগের গেমস রেকর্ড ছিল চিনের ঝ্যাং যুফেইয়ের দখলে। হ্যাংঝৌ এশিয়াডে ২ মিনিট ৫.৫৭ সেকেন্ড সময় করে নজির গড়েছিলেন। তিন বছর পর সেই রেকর্ডই ভেঙে দিল ১৩ বছরের 'জলকন্যা'। একই ইভেন্টে রুপো জিতেছেন জিডির স্বদেশি চ্যাং মোহান। তাঁকে ৩.৩৬ সেকেন্ড পিছনে ফেলে অনায়াসে শীর্ষস্থান দখল করে কিশোরী সাঁতারু। ব্যক্তিগত কেরিয়ারে এটিই জিডির প্রথম আন্তর্জাতিক সোনা। চলতি আইচি-নাগোয়া এশিয়ান গেমসে আরও দু'টি ব্যক্তিগত ইভেন্টে নামবে সে। সাঁতার থেকে চিনের প্রথম পদকটিও এল তাঁর হাত ধরেই। তবে জিডির উত্থান 'হাওয়া কা ঝোকা'র মতো নয়। গত বছর সাঁতার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়েছিল সে। বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে কনিষ্ঠতম পদকজয়ী হিসেবে নজর কেড়েছিল জিডি। ৪অ২০০ মিটার রিলেতে চিনকে ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছিল সে। ব্যক্তিগত ইভেন্টে অবশ্য চতুর্থ হয়ে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়। অল্প বয়সেই বড় মঞ্চে সাফল্য এলেও চাপ যে কম নয়, তা নিজেই জানিয়েছে জিডি। গত বছর চিনের জাতীয় গেমসে চারটি পদক জিতেছিল সে। সেই প্রতিযোগিতাতেও প্রবল চাপের মধ্যে পড়তে হয়েছিল বলে জানিয়েছিল কিশোরী। তবে কোচ তাঁকে নিজের উপর বিশ্বাস রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই বিশ্বাসই কাজে লাগল এশিয়ান গেমসের পুলে। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকের দৌড়েও রয়েছে জিডি। এখনও অনেকটা পথ বাকি। তবে ১৩ বছর বয়সেই এশিয়াডে নজির গড়ে তাক লাগিয়ে দিল সে। ভবিষ্যতে কিশোরী এই সাঁতারুর নাম যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও জোরে উচ্চারিত হতে শুরু করেছে, তা বলাই বাহুল্য। উল্লেখ্য, এশিয়ান গেমসের শুরু থেকেই ঝড় তুলেছে চিন। মহিলাদের পেন্টাথলনে সোনা জিতে অভিযান শুরু করার পর এখনও পর্যন্ত তাদের ঝুলিতে ১১টি সোনা-সহ মোট ২০টি পদক।

দুই বাঙালি কন্যার হাত ধরে পাকিস্তানকে হারাল ভারত, এশিয়ান গেমসে টেবল টেনিসের কোয়ার্টারে সিন্ড্রেলা-সুতীর্থারা

ক্রিকেট, হকির পর এবার টেবল টেনিসেও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাপট দেখাল ভারত। এশিয়ান গেমসে মহিলাদের গ্রুপের ম্যাচে পাকিস্তানকে ৩-০ হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল তারা। এই ম্যাচে নজর কাড়লেন দুই বাঙালি কন্যা সুতীর্থা মুখোপাধ্যায় ও সিন্ড্রেলা দাস। নিজেদের ম্যাচ জিতলেন তাঁরা। তৃতীয় ম্যাচ জিতে ম্যাচের ফয়সালা করলেন শ্রীজা আকুলা।

গ্রুপের প্রথম ম্যাচে ইন্দোনেশিয়াকেও ৩-০ হারিয়েছিল ভারত। নিজেদের ম্যাচ জিতেছিলেন শ্রীজা, দিয়া চিতালে ও যশস্বিনী ঘোরপড়ে। দ্বিতীয় ম্যাচে অবশ্য অত সহজে জয় আসেনি। সেই ম্যাচে সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে কষ্ট করে জিতেছিল ভারত।

পাঁচ রাউন্ডের খেলায় ১-২ পিছিয়ে থাকার পর লড়াই করে এসেছিল জয়। সেই ম্যাচেও নামেননি সুতীর্থা ও সিন্ড্রেলা। শ্রীজা, দিয়া ও যশস্বিনী দলকে জেতান। অর্থাৎ, এবারের এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই প্রথম বার নামলেন দুই বাঙালি কন্যা। প্রথম ম্যাচেই জিতলেন বাংলার আর এক প্রাক্তন তারকা পৌলমী ঘটকের অ্যাকাডেমির দুই ছাত্রী। প্রথম রাউন্ডে নামেন সুতীর্থা। তাঁর খেলা ছিল আলিনা খানের বিরুদ্ধে। পর পর তিন গেম (১১-৩, ১১-৩, ১১-৪) জিতে ম্যাচ জেতেন সুতীর্থা। তাঁর সামনে আলিনা দাঁড়াতেই পারেননি। দ্বিতীয় রাউন্ডে নামেন সিন্ড্রেলা। ১৭ বছরের মেয়ের এটিই প্রথম এশিয়ান গেমস। কিন্তু দেখে সেটা মনে হয়নি। দাপটের সঙ্গে খেললেন তিনি। কলসুম খানকে তিন গেমে (১১-৬, ১১-৭, ১১-৫) উড়িয়ে ভারতের ব্যবধান ২-০ করেন সিন্ড্রেলা।

বাকি তিনটি রাউন্ডে একটি জিতলেই ম্যাচ জিতত ভারত। বেশি অপেক্ষা করাননি অভিজ্ঞ শ্রীজা। ফাতিমা খানকে তিনিও স্ট্রেট গেমে (১১-৪, ১১-৪, ১১-৫) হারান। অর্থাৎ, গোটা ম্যাচে ভারতের তিন প্রতিযোগী একটিও গেম হারেননি। দাপটে পড়শি দেশকে উড়িয়ে এশিয়ান গেমসের শেষ আটে জায়গা করে নিল ভারত।

দোষারোপের পালা হকি সংস্থায়

জার্সি নিয়ে বিতর্কের শেষ হচ্ছে না ভারতীয় হকিতে। এশিয়ান গেমসে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পুরুষ ও মহিলাদের দল গেরুয়া জার্সি পরেই খেলেছে। অথচ, কয়েক দিন আগেই ভারতীয় হকি সংস্থার প্রধান দিলীপ তিরকে জানিয়েছিলেন, হকি দলের জার্সির রং গেরুয়া থেকে আবার বদলে নীল করা হবে। তা হলে কেন গেরুয়া জার্সি পরে খেললেন হরমনপ্রীত সিংহ, দীপিকারা? গত মাসে হকি বিশ্বকাপে প্রথম বার গেরুয়া জার্সি পরে খেলেছিল ভারত। তার পরেই তিরকে জানান, সংস্থার অনুমতি না নিয়েই জার্সি রং বদলে দেওয়া হয়েছে। তাই এশিয়ান গেমসে জার্সির রং আবার বদল করা হবে বলে জানান তিনি। এমনকি, এশিয়ান গেমস খেলতে ভারতের হকি দল রওনা হওয়ার আগেও জার্সি নিয়ে কথা বলেন তিরকে। তিনি বলেন, "ভারতের অলিম্পিক্স সংস্থা জার্সির রং নিয়ে আমাদের কয়েকটা বিকল্প দিয়েছে।

এ মাসের মধ্যেই বনমালীপুরের জোড়া পুকুর ও মহিলা কলেজ সংলগ্ন জলাশয় পরিষ্কারের আশ্বাস মেয়রের

আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর: আগরতলা পুর নিগমের অন্তর্গত বিভিন্ন জলাশয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার ২১ ও ২২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বনমালীপুর জোড়া পুকুর এবং মহিলা কলেজের পেছনে অবস্থিত একটি জলাশয় পরিদর্শন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র জানান, সংশ্লিষ্ট দুটি জলাশয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ চলতি সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুরু করা হবে। জলাশয়গুলির বর্তমান পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন তিনি। মেয়র বলেন, শহরের জলাশয়গুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে পুর নিগম গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। দীর্ঘদিন ধরে অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকা জলাশয়গুলির পর্যায়ক্রমে সংস্কার ও পরিচর্যার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

এদিনের পরিদর্শনকালে মেয়র দীপক মজুমদারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুর নিগমের কমিশনার সাজু ওয়াহিদ, কর্পোরেটর অলক ভট্টাচার্য, কর্পোরেটর হিমানী দেববর্মা-সহ পুর নিগমের অন্যান্য আধিকারিক ও প্রতিনিধিরা।

মাদকমুক্ত ভারত গড়তে কেন্দ্রীয় সরকার মিশনমুডে কাজ করছেঃ অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ নয়াদিল্লিতে মাদকবিরোধী টাস্ক ফোর্স (এএনটিএফ)-এর রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর প্রধানদের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করার জন্য একটি শক্তিশালী মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। নারকোটিকস কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি) দ্বারা আয়োজিত এই সম্মেলনে ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এএনটিএফ প্রধানরা অংশগ্রহণ করছেন।

এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নারকোটিকস কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)-র নতুন ওয়েবসাইটও চালু করেন। তিনি মাদকের অপব্যবহার সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে চারটি টেলিভিশন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। সম্মেলন চলাকালীন, সরবরাহ হ্রাস, চাহিদা হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাসের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কৌশল চিহ্নিত ও গ্রহণ করার উপরও আলোচনা করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশের যুবকদের মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মিশন মোডে কাজ করছে। মন্ত্রণালয় আরও বলেছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন এবং একটি মাদকমুক্ত ভারত গড়া ছাড়া এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা ও পরিষেবা খতিয়ে দেখতে বিধায়কের পরিদর্শন, পার্কিং ব্যবস্থায় ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ

ধর্মনগর, ২২ সেপ্টেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলার তিলথৈ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে আজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ। পরিদর্শনকালে হাসপাতালের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখার পাশাপাশি রোগী ও পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে খোঁজ নেন তিনি।

হাসপাতালের নিচতলার বাথরুমে পাইপলাইনের সমস্যার কারণে জল সংকট ও অপরিচ্ছন্নতার বিষয়টি বিধায়কের নজরে আসে। তিনি জানান, সমস্যাটি সমাধানের জন্য ইতিমধ্যেই প্লাম্বার কাজ শুরু করেছেন। দ্রুত এই সমস্যা সমাধান হয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

হাসপাতালের পার্কিং ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানান শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ। এছাড়া বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় জেনারেটর সচল রাখতে পর্যাপ্ত ডিজেলের ব্যবস্থা করার বিষয়েও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিধায়ক জানান, গত বছর হাসপাতালে পৃথক ডেডিকেটেড ট্রান্সফরমার বসানো হয়েছে। এর ফলে দীর্ঘদিনের লো-ভোল্টেজের সমস্যা অনেকটাই দূর হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাসপাতালের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় জরুরি পরিষেবা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সংরক্ষণের ব্যবস্থা সচল রাখার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

হাসপাতালের পরিষেবা ও পরিকাঠামোর মান বজায় রাখতে নিয়মিত নজরদারি চালানো হবে বলেও জানান বিধায়ক। রোগীদের যাতে উন্নত পরিষেবা পেতে কোনও ধরনের সমস্যার মুখোমুখি না হতে হয়, সেদিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সাধারণ মানুষের চলাচলের বিধিনিষেধ

আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর: জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর ও মোহনপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকার মধ্যে রাত ৮টা থেকে পরের দিন সকাল ৫টা পর্যন্ত সময়ে সাধারণ মানুষের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস) ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই আদেশ ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে কার্যকর হয়েছে এবং তা আগামী ২০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক/ আধাসামরিক।

রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার এবং সদর ও মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসকদের জারি করা বৈধ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরি সরকারি কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারিগণ, অবিলম্বে চিকিৎসা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিগণ এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) ২০২৩-এর ২২৩ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমার মূর্তি, আমার অভিমান' কর্মসূচিতে পরিত্যক্ত প্রতিমার যথাযথ বিসর্জন

আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অঙ্গ হিসেবে 'স্বচ্ছতাই সেবা' কর্মসূচির মাধ্যমে পরিত্যক্ত প্রতিমাগুলির যথাযথ বিসর্জনের উদ্যোগ নেওয়া হল। ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি অরিন্দম দেবের উদ্যোগে 'আমার মূর্তি, আমার অভিমান' কর্মসূচির মাধ্যমে এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

পুজো শেষে শহরের রাস্তাঘাট ও বিভিন্ন স্থানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা প্রতিমার কারণে একদিকে যেমন ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত লাগে, তেমনই শহরের পরিবেশ ও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাপ্পি দাসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিশ্রামগঞ্জ থানায় বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি গ্রামবাসীদের

বিশ্রামগঞ্জ, ২২ সেপ্টেম্বর: একাধিক অভিযোগ তুলে 'মাফিয়া' বাপ্পি দাসের বিরুদ্ধে সরব হলেন বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত বড়জলা গ্রামের বাসিন্দারা। মঙ্গলবার সকালে জোড়পুকুর এলাকায় বাপ্পি দাসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে হুমকি, মারধর, দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা-সহ বিভিন্নভাবে তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কার্যকরী ব্যবস্থা না পাওয়ায় পুলিশ প্রশাসনের উপরও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বড়জলা গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দার বিরুদ্ধে বাপ্পি দাস 'হুলিয়া' জারি করেছেন, যার ফলে তাঁরা জোড়পুকুর এলাকার রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারছেন না। ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গেলে তাঁদের উপর হামলা চালানোরও অভিযোগ উঠেছে। জোড়পুকুর এলাকায় বড়জলা গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দার রেস্তোরাঁ রয়েছে। একই এলাকায় বাপ্পি দাসেরও একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে বলে জানান গ্রামবাসীরা।

গ্রামবাসী জীবন সরকারের অভিযোগ, প্রায় চার মাস আগে তাঁর দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়। দোকানের ফ্রিজ, চেয়ার-টেবিল, দরজা-জানালা এবং রান্নার বিভিন্ন সামগ্রী ভেঙে দেওয়ার পাশাপাশি ক্যাশবাক্স থেকে প্রায় ৩০ হাজার টাকা নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় তিনি বিশ্রামগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর।

এছাড়াও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বাপ্পি দাস তাঁদের দোকান বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। দোকানের চাবি কেড়ে নেওয়া, দরজা-জানালায় লাথি মারা এবং বিভিন্নভাবে ভয় দেখানোর অভিযোগও তুলেছেন তাঁরা। এমনকি পুলিশ প্রশাসন তাঁর হাতের মুঠোয় রয়েছে বলেও বাপ্পি দাস হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

গ্রামবাসীদের দাবি, বাপ্পি দাসের লাগাতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কয়েকজন মহিলা সম্প্রতি তাঁর দোকানে গিয়ে প্রতিবাদ জানান। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের হুমকি ও হয়রানির প্রতিবাদ হিসেবেই তাঁরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

গ্রামবাসীরা প্রশ্ন তোলেন, "বড়জলা গ্রাম কি আমরা তাঁর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি, নাকি লিজ দিয়েছি যে তিনি আমাদের চলাফেরা ও ব্যবসার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন?" তাঁদের অভিযোগ, প্রতিনিয়ত হুমকি ও মারধরের ঘটনায় তাঁরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে প্রবীরকে! থানায় বাবার অভিযোগ

তেলিয়ামুড়া, ২২ সেপ্টেম্বর: তেলিয়ামুড়ার মাইগঙ্গা চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় নতুন মোড়। গত ১৭ সেপ্টেম্বর রাতে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের পর প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি দুর্ঘটনা বলে মনে করা হলেও, এবার মৃতের পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ ওঠায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

উদ্ধার হওয়া মৃতদেহটি পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়ার জয়নগর এলাকার বাসিন্দা প্রবীর দে ওরফে জুন-এর বলে শনাক্ত করা হয়। মৃত্যুর কারণ নিয়ে শুরু থেকেই নানা প্রশ্ন ছিল। এবার মৃতের বাবা প্রদীপ দে-র অভিযোগ, তাঁর ছেলেকে কোনও শক্ত বস্তু দিয়ে আঘাত করে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

এই অভিযোগে তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রদীপ দে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৩(১) ধারায় মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। মামলার কেস নম্বর টিএলএম / পিএস / ৫৪। অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। তবে প্রবীর দে-র মৃত্যু কীভাবে হয়েছে, সেটি দুর্ঘটনা নাকি হত্যাকাণ্ড তা এখনও নিশ্চিত নয়। পরিবারের তরফে করা অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার সঙ্গে অন্য কারও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মাইগঙ্গা চৌমুহনী সংলগ্ন এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় নতুন করে খুনের অভিযোগ সামনে আসায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এখন পুলিশের তদন্তেই স্পষ্ট হবে, প্রবীর দে-র মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে কোনও পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

রাজ্যে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেছেঃ পরিবহন মন্ত্রী

আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ কমছে। আজ আগরতলার স্টেট গেস্ট হাউসে আয়োজিত সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা কর্মসূচিতে পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানান, ২০২৩ সালে রাজ্যে ৫৭৭টি পথ দুর্ঘটনায় ২৬১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০২৪ সালে ৫৭৮টি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ২২৬ জনের। ২০২৫ সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৫২৭-এ এবং মৃতের সংখ্যা নেমে আসে ১৫৭-তে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে পথ দুর্ঘটনায় ১৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, পরিবহণ ও পুলিশ দপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগ, নিয়মিত অভিযান এবং সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণের ফলেই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে। তবে শুধু সড়ক নিরাপত্তা বিধি মেনে চলাই নয়, দুর্ঘটনায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা যাতে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যায়, সেদিকেও এখন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এদিন 'রাহাগির', 'পিএম রাহাত' এবং হিট অ্যান্ড রান সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন পরিবহণমন্ত্রী। তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে আবেদন জানান, এই প্রকল্পগুলির সুবিধা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে।

মন্ত্রী জানান, 'রাহাগির' প্রকল্পটি আগে 'গুড সামারিটান' প্রকল্প নামে পরিচিত ছিল। দুর্ঘটনার পর 'গোল্ডেন আওয়ার'-এর মধ্যে আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া কোনও ব্যক্তি এই প্রকল্পের আওতায় ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার পেতে পারেন। পাশাপাশি প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী তাঁকে অপ্রয়োজনীয় পুলিশি হয়রানি থেকে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। ২০২৫ সালে রাজ্যে ১১ জন এবং ২০২৬ সালে এখনও পর্যন্ত ৭ জনকে এই প্রকল্পের আওতায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

তবে দুর্ঘটনার সংখ্যার তুলনায় এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীর সংখ্যা অত্যন্ত কম বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুধু ২০২৬ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসেই রাজ্যে ৪১৩টি পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ফলে এই ধরনের প্রকল্প সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি জানান।

'পিএম রাহাত' প্রকল্পের প্রসঙ্গে সুশান্ত চৌধুরী জানান, যোগ্য পথ দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট হাসপাতালে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদবিহীন চিকিৎসার সুবিধা পেতে পারেন। ত্রিপুরায় এখনও পর্যন্ত ৩৩৬ জন এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন এবং প্রায় ৬.১৬ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে, হিট অ্যান্ড রান দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়ম অনুযায়ী মৃতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রয়েছে বলেও জানান পরিবহণমন্ত্রী।

তিনি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদের সদস্য, নগর স্থানীয় সংস্থার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের নিজ নিজ এলাকায় এই প্রকল্পগুলির বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, "আমরা নিজেরাই যদি এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত না থাকি, তাহলে অন্যদের সঠিকভাবে পথ দেখাতে পারব না।"

প্রকল্পগুলির সুবিধা পাওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আয়োজিত কারিগরি প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক অধিবেশনগুলিতে জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকদের সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, সড়ক নিরাপত্তা কর্মসূচি যেন শুধুমাত্র বছরে একবার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। জনসম্পৃক্ততা বা 'জন ভাগীদারি'র মাধ্যমে এটিকে ধারাবাহিক সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তরের ভূমিকারও প্রশংসা করেন সুশান্ত চৌধুরী।

এ প্রসঙ্গে তিনি ত্রিপুরার প্রাক্তন পুলিশ মহাপরিচালক অনুরাগ ধানকারের কথাও স্মরণ করেন। মন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, অনুরাগ ধানকার নিয়মিত সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের বৈঠকে অংশ নিতেন এবং সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধির বিভিন্ন উদ্যোগকে উৎসাহিত করতেন।

আগামী দিনে পথ দুর্ঘটনা আরও কমানো এবং দুর্ঘটনাগ্রস্তদের দ্রুত সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করতে পরিবহণ দপ্তর, পুলিশ, স্বাস্থ্য দপ্তর, জেলা প্রশাসন ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান পরিবহণমন্ত্রী।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন: ধলাই জেলায় বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকা সহ ধলাই জেলার এডিসি এলাকাভুক্ত এলাকায় ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকাল ৪টা থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ৬টা পর্যন্ত সময়ে ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েত সহ কিছু বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা ২০২৩-এর ১৬৩ নং ধারা অনুযায়ী ধলাই জেলার জেলাশাসক এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।

এই আদেশে বলা হয়েছে, উল্লেখিত সময়ে লাঠি, স্টিক, লোহার রড, বাঁশ, পাথর অথবা অন্য যে কোনও জিনিস যেগুলি আক্রমণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এগুলি সহ এবং এগুলি ছাড়া ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির জমায়েতের উপর সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এছাড়াও স্বরবর্ধক যন্ত্র ব্যবহার করে বা ব্যবহার না করে ধলাই জেলা সহ ভোট কেন্দ্রের ২০০ মিটার এলাকার মধ্যে যে কোনও ধরনের জনসভা, জমায়েত, র্যালি ইত্যাদি করা যাবে না। এছাড়াও এই সময়ে ২ বা ২-এর বেশি মোটরবাইক অথবা যে কোনও যানবাহন আমবাসা, গন্ডাতুইসা, কমলপুর এবং লংতরাইভ্যালি মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন থানা এলাকায় একসঙ্গে চলাচল করাও অবৈধ হিসেবে পরিগণিত হবে।

নির্বাচনের কাজে যুক্ত কর্মী, নিরাপত্তারক্ষীগণ, নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত পুলিশ ও তাদের যানবাহন, বৈধ পাসযুক্ত সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের মতো অন্য ব্যক্তিগণ, নির্বাচনী কাজে যুক্ত যানবাহন ও এই গাড়ির চালক, ক্লিনার এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এছাড়া যাদের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য হবে না তারা হলেন বৈধ পরিচয়পত্র

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে এনসিইআরটি এর উদ্যোগে পাঁচদিনের কর্মশালা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর: বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষাদানের গুণগতমান উন্নয়ন এবং ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশে আরও কার্যকর ভূমিকা পালনে তাদের আরও সক্ষম করে তুলতে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণের ইনডোর হলে পাঁচদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির আজ থেকে শুরু হয়েছে। ন্যাশন্যাল ইনিশিয়েটিভ ফর স্কুল হেডস এন্ড টিচার্স হোলিস্টিক অ্যাডভান্সমেন্ট (নিষ্ঠা) কর্মসূচিতে এনসিইআরটি এর উদ্যোগে এবং এসসিইআরটি"র সহযোগিতায় আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন এনসিইআরটি"র অধিকর্তা প্রফেসর দিনেশ প্রসাদ সাকলানি। তিনি বোতাম টিপে নিষ্ঠা"র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে।

কর্মশালার উদ্বোধন করে এনসিইআরটি"র অধিকর্তা বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতি সারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়ণের জন্য কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, দূরবর্তী এলাকাগুলিতে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে একাত্ব হয়ে জ্ঞান অর্জন করে। তাদের সহজ সরল স্বাভাবিক সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষা ক্ষেত্রে যেকোন কর্মসূচি কার্যকর করে তুলতে নিয়মিত পর্যালোচনা এবং প্রতিক্রিয়া জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। এই কর্মশালার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ভবিষ্যতে এই কর্মসূচিকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে বলেন, এই কর্মশালায় প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা এবং বিদ্যালয় শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরা সাক্ষরতার হারে সারা দেশে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই কর্মশালা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসসিইআরটি"র অধিকর্তা এল ডার্লং। নিষ্ঠা বিষয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন এনসিইআরটি"র ডিসিএসএন্ডডি এর প্রধান প্রফেসর রঞ্জনা আরোরা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনসিইআরটি"র ডিটিই এর প্রধান প্রফেসর সরদ সিনহা। অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা বিষয়ক স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে বিলোনীয়া শহরে স্ট্রিট ফুড দোকানগুলিতে বিশেষ পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর: খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অধীন খাদ্য নিরাপত্তা আধিকারিক ডা.পিপাস সাহা ২১ সেপ্টেম্বর বিলোনীয়া শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্ট্রিট ফুড দোকানগুলিতে বিশেষ পরিদর্শন করেন। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন শপিং মল, বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা এবং বাজার এলাকায় এই পরিদর্শন অভিযান হয়।

পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্ট্রিট ফুড বিক্রেতাদের ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়া-এর বৈধ লাইসেন্স/ নিবন্ধন রয়েছে কি না তা যাচাই করা। পাশাপাশি, খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট, ২০০৬ অনুযায়ী নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, তা যাচাই করা। তাছাড়া, মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করা হচ্ছে কি না অথবা খাদ্য প্রস্তুতের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা পরীক্ষা করা হয়। পরিদর্শনকালে কয়েকটি স্ট্রিট ফুড বিক্রয়কেন্দ্রে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। কিছু খাবারের কার্টে বর্জ্য ফেলার জন্য ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিনের ব্যবস্থা না থাকায় পরিবেশ ও খাদ্যের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে উদ্বেগের বিষয়টি সামনে আসে। এছাড়াও, খাদ্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলায় স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের পক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas